বঙ্গভাষা ব্যাকরণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রী নিত্যানন্দ গোস্বামী
শুধুমাত্র প্রথম পাঁচটি অংশের মধ্যে আছে:

- পাঁচ অংশ: অক্তেকের
- চৌদ্দ অংশ: পঞ্চম, আদেশার
- সাত অংশ: বিষয়বসতির
- বিজ্ঞাপন অংশ: বিজ্ঞাপনবর্ধন
- বাণিজ্য অংশ: রূপকার

পাঁচ অংশের মধ্যে আছে:

- ১৫৭ অংশ: পঞ্চম, আদেশার
- ১৫৮ অংশ: কার্যসমূহ
- ১৫৯ অংশ: অসি কাহার
- ১৬০ অংশ: মহাবাণিজ্য
- ১৬১ অংশ: নিরাময়
- ১৬২ অংশ: লক্ষণের
- ১৬৩ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৪ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৫ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৬ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৭ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৮ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৯ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৭০ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন

সম্পূর্ণ পাঁচটি অংশের মধ্যে আছে:

- পাঁচ অংশ: অক্তেকের
- চৌদ্দ অংশ: পঞ্চম, আদেশার
- সাত অংশ: বিষয়বসতির
- বিজ্ঞাপন অংশ: বিজ্ঞাপনবর্ধন
- বাণিজ্য অংশ: রূপকার

পাঁচ অংশের মধ্যে আছে:

- ১৫৭ অংশ: পঞ্চম, আদেশার
- ১৫৮ অংশ: কার্যসমূহ
- ১৫৯ অংশ: অসি কাহার
- ১৬০ অংশ: মহাবাণিজ্য
- ১৬১ অংশ: নিরাময়
- ১৬২ অংশ: লক্ষণের
- ১৬৩ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৪ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৫ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৬ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৭ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৮ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৬৯ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
- ১৭০ অংশ: ব্যাপারবিষয়ের প্রশ্ন
ব্যাকরণ আরম্ভ।

বচ্চ বিবেক প্রকরণ ।... ।... । ১
বচ্চ, সত্য, দ্বিতীয়, মিথ্যা ও ভ্রমনিষিদ্ধ ।... ।... । ২৪
শ্রবণ প্রকরণ ।... ।... । ১২৭
প্রক্টি, বিশেষণ ও পদ পুদু, লিঙ্ক, বিশেষণ, সংস্কার, অবার, বিভক্ত ও বচন, শস্ত্রযুগ, কারক, কার্যকলাপ বিচার ।... ।... । ১৯৪
দ্বারা ও জ্ঞান প্রকরণ ।... ।... । ২৮১
কর্তৃক বিভাগ বিভক্ত, সমষ্ট ও বিভক্ত, নামখানা, রুপক্ষ, প্রতিবেদন ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, কথায় বক্তা, কথায় বক্তার, সমায় ও বক্তায় ।... ।... ।... । ২৯৪
তিথি প্রকরণ ।... ।... । ২৯৪
পৃথিবী, নীলিকা, আংশিক, বিরহ, বিখ্যাতি ও শাস্তি, মাসীণা, দণ্ড, উত্তরীক্ষণ, অর্ধনী ও স্বতাত্ত্বিক বিভাগ। ।... ।... ।... । ২৯৪
রথনা প্রকরণ ।... ।... । ২৯৪
যোগীতা আলোকণা, আংশিক, পদার্পণস্থ, রচনা
পদপ্রকরণ ।... ।... ।
চরণ, যথিষ্ঠ, অদর্শ ।... ।... ।... । ৯৩
পরিনিষ্ঠ ।. ।... ।... ।... । ৯৩
পদবার্তন ও পদাদায় ।... ।...
২৫৮

বঙ্গ ভাষাবিজ্ঞান।

পরিচয় হইতে, একজন ওকে স্মৃতিবিদ্যায় সমাজ করাই প্রথম কারণ স্মৃতিবিদ্যায় সমাজের নিয়ম নির্মিত।

অধি—সর্বতোভাবে পরিব্যবস্থা—বহির্গতি—নিয়মন্ত্রণ কিংবা অধ্যয়ন সহজে বহির্ভাবী, কেননা অধি—সর্বতোভাবে অধি—চর্চা করা সে অধ্যয়ন, বিশেষতঃ উন্নতিপ্রদত্ত। কিছু বিশ্বাস তাহে—কল্যাণনে শুচিত। মাহার চাচা—মাহারের চাচা—ফলসমক্ষ ইত্যাদি। এইরূপে সমস্ত শব্দের অর্থচিহ্নের সমান নির্দেশ করিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত সমস্ত পদগুলির সমাজ ও ব্যাস নির্দেশ কর।

বিশ্বব্যাপী, বর্ষাবৃষ্টি, বিশ্বাসযোগ, অন্যান্তর, অনুভূতি, রাম-সুর্য, যুধিষ্ঠিরমোহন, পুরুষ, রাজনীতি, অধ্যাত্ম, সুন্দরী, পাদমুখী, বচনীর, অভ্যন্তর, অংশবীর, অত্যন্ত, পুনরায়, পত্রঞ্জলি, আদর্শবিশ্বাসিনী, বিশেষার্থী, ব্যাকৃতি, অত্যন্তবাক্য, ব্যাকৃতিতে, ব্যাপক, ভজনবাক্যী ইত্যাদি।

তদ্ভিদ্য।

৭৬২। তং—শব্দের পক্ষে স্বর্ণিম। জনক-মির্নাদি। তদ্ভিদ্য। যথা বিন্যাস অংশায় যার এই ব্যক্তের ‘স্বর্ণ’ ধরা না স্থির।

৭৬৩। ইং এই প্রাচ্যা খাতা। বাক্য অনেক স্বর্ণিম হয়, বলিয়া উক্ত বিশ্বাস যোগ শব্দের পক্ষে হিত অর্থ স্বর্ণিম জনক, এই সমিতি উক্ত নাম “তদ্ভিদ্য” হইতে থাকে। অতএব শব্দের উপর নির্দেশ বিশেষ অর্থে না সমাপ্ত ব্যাকৃতি নিবেদিত করা যায় তাহাকে তদ্ভিদ্য প্রত্যাহার করে।

৭৬৪। ইং, ইং, ইং, ইং, এই, আরো, ইং, অ, রু, ইং এ

১৬২। উক্ত কর প্রাচ্যের পক্ষে কোন কোন শব্দের অর্থ স্বর্ণ ‘হ’ যা স্বর্ণ ‘হ’ এই উক্ত হয় এবং অন্ধকার অনেক আদেশ হয়। যথা—তাহা—নিদর্শণ, তাহা—খুব, ব্যাস—বিশ্বাস ইত্যাদি।

৭৬৫। স্বর্ণা, চৌরঙ্গা, রুষ্ট, অধিকার, অধিকৃত, স্বর্ণ-ভূমি, পক্ষকৃষ্ট, পরামর্শ, পক্ষকৃষ্ট, বিশ্বাস, স্বর্ণ-রুষ্ট, দ্বন্দ্ব, পরামর্শ, পক্ষকৃষ্ট, অনুভূতি কতকগুলি পদের চূড়াই শব্দেরই অধিক পরের স্বর্ণিম হয়। এইরূপ কতকগুলি বিশ্বাসযোগ শব্দের একটি পদের স্বর্ণ হয়।

৭৬৬। তদ্ভিদ্যের বশবৃত্ত ও ‘হ’ চিহ্ন ‘হ’ পক্ষে অর্থার্থ, ইবর্ণন্ত ও অন্য ভাগজ শব্দের এই কর্ম ও ক্ষণ্য দিন সমস্ত অর্থের অস্বাভাবিক বদ্ধ লোপ হয়। এবং শব্দের অস্ত্র উদ্দেশের গুণ হয়。

৭৬৭। তদ্ভিদ্যের ‘হ’ ‘হ’ চিহ্ন ‘হ’ কর্ম বঙ্গ কর্ম।

৭৬৮। প্রথম নিম্নলিখিত প্রাচ্য পক্ষে বাক্য বঙ্গ, বঙ্গ, বাঙ্গালি প্রাচ্য কর্মকালের শব্দের উক্ত ‘হ’ অর্থ হয়।

তদ্ভিদ্য প্রাচ্য।

৭৬৯। অবরূপ ও বাঙ্গালি কতকগুলি শব্দের উত্তরে প্রত্যাহারে ‘হ’ প্রত্যাহার হয়। যথা—বাঙ্গালি, বঙ্গ-ই, সার্থক, পক্ষ-ই, সালিয়ি, পক্ষ-ই সৌদিয়ি, পক্ষ-ই, সৌদিয়ি, বঙ্গ-ই ইত্যাদি।
২৬০। অতি প্রভূতি কর্তকগণি মূলিকপতাকার ও বীররী শঙ্করের উভয় অনেকতারে 'এই' প্রামাণ্য হয়। যখন অর্থে ‘এই’ = অর্জনী, বিনিময়ে ‘এই’ = আচার্যী, পুরুষোত্তম = শ্রী রামলালে, মহের = রামলালের, মহার = রামলালের কাছে, কারণী + এর = ভটরের। এই সমস্ত গদ্ধা, কুঁতী, ক্ষীর্কা প্রভূতি হইতে গাদের, কৌশলের, কার্যরূপের ইত্যাদি পদ হয়।

২৬১। পূর্ব প্রভূতির উভয় অনেকতারে 'এই' প্রামাণ্য হয়। যখন পূর্ব + এই = পূর্বার্থ, প্রাগাপূর্ব + এই = প্রাগাপূর্বার্থ, প্রাগাপূর্ব + এই = বার্তাপ্রস্তর, দগ্ধ + এই = দগ্ধাকার ইত্যাদি।

২৬২। সকল ভটরের উভয় অনেকতারে ভটরের 'এই' প্রামাণ্য হয়। যখন ভটরের + এই = ভটরের পূর্ব, ভটরের = বদ্ধকার, কন্ধ = কন্ধাকার ইত্যাদি।

২৬৩। বেঙ্কিতী এবং বেঙ্কিতী প্রভূতির উভয় অনেকতারে 'বেঙ্কিতী' প্রামাণ্য হয়। যখন বেঙ্কিতী + এই = বেঙ্কিতী পূর্ব, বেঙ্কিতী = বেঙ্কিতী রূপ, কন্ধ = বেঙ্কিতী রূপ ইত্যাদি।

২৬৪। ভটরের পূর্ব ভটরের + এই = বুঝিত রূপ, ভটরের ইত্যাদি।

২৬৫। হৃদি শল্য এবং শিন শল্য ব্যথা হয়। অথবা 'এই' প্রামাণ্য হয়। যখন হৃদির পূর্ব হৃদির + এই = হৃদির শিন এবং হৃদির শিন দ্বিপাক, হৃদির + এই = হৃদির শিন দ্বিপাক।

অনেকতারে ই, এই, এই, শল্য, ইক, এই পদের মধ্যে দুষ্কর্ম নিষিদ্ধ, এক পুরুষ নিবেদন করিলে কটাল হইবে দোহতেরে নিষিদ্ধ হইল।

তদনুসারে ২৬১। কলাবাণী, কুলতা, হেরা ও হেরা শঙ্করের উভয় অনেকের 'ইনেস' প্রামাণ্য হয়, এবং রামলাল ও রামলালের উভয় এই ও অনেকের পরে 'ন' অনেকের হয়। পরামর্শ = রামলালে, পরামর্শ + এই = পরামর্শ শঙ্করে, শঙ্করে + এই = সাক্ষাৎকর্ম ইত্যাদি।

২৬২। পিতা ও মাতা শঙ্করের উভয় ব্যাখ্যা হয়। এবং পিতা অর্থে আমরা প্রামাণ্য হয়। উল ও আমল পরে অনেকের হয়। এবং রামলালের উপরে এই পিতা হইল। যখন পিতা প্রামাণ্য = পিতা, মাতা প্রামাণ্য = মাতা, পিতা অর্থে পিতামহ, মাতামহ।

২৬৩। কর্ণের উভয় কর্ণবাচ্য এবং অন্যান্ত কার্করণের উভয় অনেকের 'কর্ণ' ও 'কর্ণবাচ্য' পূর্বতন সাধন দেন এবং ক। ও এই মাত্র হইল। এই প্রামাণ্য পদে কর্ণবাচ্য হইল। যখন কর্ণবাচ্য প্রামাণ্য = কর্ণবাচ্য, যেমন কর্ণবাচ্য, কর্ণবাচ্য = কর্ণবাচ্য, কর্ণবাচ্য = কর্ণবাচ্য ইত্যাদি।
বন ভাষাব্যাকরণ

ধরন: সংস্কৃত কবর্ষ অ (৫১) যা স্থানশীল নং বাক্যাঙ্করণ। এক বৈরাক্ষিক বাক্যের নির্দিষ্ট অধিকার: অভ্যাস অ মুখোমঞ্জ অভ্যন্ত অন্তর্ভূত

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দ ও প্রতিশব্দের মাধ্যমে শব্দ ও প্রতিশব্দ নির্দিষ্ট হয়।

৭৩। শব্দের উপর শব্দের, ভাষা, বিশ্বব্যাখ্যান ও ভাষায় প্রত্যক্ষ করণ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করণ সমাপ্ত হয়।

৮৩। শব্দের উপর শব্দের, ভাষা, বিশ্বব্যাখ্যান ও ভাষায় প্রত্যক্ষ করণ সমাপ্ত হয়।

৮৪। শব্দের উপর শব্দের, ভাষা, বিশ্বব্যাখ্যান ও ভাষায় প্রত্যক্ষ করণ সমাপ্ত হয়।

৮৫। শব্দের উপর শব্দের, ভাষা, বিশ্বব্যাখ্যান ও ভাষায় প্রত্যক্ষ করণ সমাপ্ত হয়।

৮৬। শব্দের উপর শব্দের, ভাষা, বিশ্বব্যাখ্যান ও ভাষায় প্রত্যক্ষ করণ সমাপ্ত হয়।

৮৭। শব্দের উপর শব্দের, ভাষা, বিশ্বব্যাখ্যান ও ভাষায় প্রত্যক্ষ করণ সমাপ্ত হয়।
২৬৪
বঙ্গ ভাষাবিদ্যার

(১) ভাষাবিদ শব্দের অধ্যয়নের রোগ হয় (২)। যদি সম্প্রদায়ের
জ্ঞাতি বা বর্ষকালে সম্প্রদায়ের জানার তাহা একেজে জানি
+ ও তাই। সম্প্রদায়ের অধ্যয়ন এই করল। সম্প্রদায়ের করল।
ষোল সম্প্রদায়ের লেখক ষোল সম্প্রদায়ের লেখক।
৬৭। সম্প্রদায়ের লেখক ষোল সম্প্রদায়ের লেখক ষোল
লেখক।

৬৮। বৎসর ক্ষুদ্রাঙ্গণের উত্তর 'চব্বিং' প্রত্যাহার হয়, ইহা'র 'বৎসর' কারণে।
সে বৎসরের 'চব্বিং' লেখক হয় ভাষায় চত্রাণী' প্রত্যাহারের কথা চত্রাণী। প্রত্যাহারের শব্দ কল্পনা অর্থ হইয়া যায়।
৬৯। স্বতান্ত্র বুদ্ধ পুতুল, অমত্যানুসারে,
আমত্যানুসারে, এবং বুদ্ধ পুতুল, বুদ্ধ পুতুল, পুতুল, ইত্যাদি শব্দ অর্থ।

g) ৬৭। যে সকল শব্দের অন্তর্ভুক্ত উপাদান, আ, আ বা ম, শব্দের উচ্চতার অর্থে বং প্রত্যাহার হয় (বৎসর মং প্রত্যাহারের উপর অন্তর্ভুক্ত শব্দের অর্থ)

(১) ভাষাবিদ শব্দের অন্তর্ভুক্ত অর্থ হয়। ইহা যে আই, আই, ইহা যে আই, আই, ইহা যে আই, আই
(২) স্বতান্ত্র বুদ্ধ পুতুল, বুদ্ধ পুতুল, ইত্যাদি।
২৬৬

বঙ্গ ভাষাবাক্যের সমস্ত বাক্যের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

দৈর্ঘ্য, বাতাস, ও রাত্রি শরীরের আরো কোন অংশের উড়িষ্যাসে জানানো হয়।

১৯৫। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

১৯৬। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

১৯৭। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

১৯৮। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

১৯৯। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

২০০। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

২০১। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

২০২। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

২০৩। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।

২০৪। অচেষ্টা করো, বিষ্যা, বৃক্ষ ও পাখি শরীরের উড়িষ্যাসে দৃষ্টিপথে জানানো হয়।
চতুর্থ + অম্ব = চতুর্থাবিংশৎ, যথা, অম্ব = বিংশ, পক্ষন + অম্ব = পক্ষন
  অম্ব, সন্ধন + অম্ব = সন্ধন, অম্ব + অম্ব = অম্ব
  চতুর্থ, সন্ধন, অম্ব + অম্ব = অম্ব, অম্ব + অম্ব = অম্ব.
  ৮১৪। সংখ্যারীতিতে বিশৃঙ্খলা "এ" ও অন্য ব্যাংকার্ড বর্ণের
  লোপ হয়। যথা একাদশ + অম্ব = একাদশ, বিশৃঙ্খলা + অম্ব = বিংশ,
  বিংশ + অম্ব = বিংশ, চতুর্থাবিংশৎ + অম্ব = চতুর্থাবিংশৎ।
  ৮১৫। সংখ্যাবর্ণক পথ পুরুষে না গ্রহণ এবং নাম সংখ্যা
  বর্ণক শব্দের উত্তর পূর্বার্ধে 'প' প্রতাপ হয়। যথা পক্ষন + অম্ব =
  পক্ষন, সন্ধন, অম্ব, অম্ব, পক্ষন, ইত্যাদি।
  ৮১৬। চতুর্থ ও অম্ব, শব্দের উত্তর পূর্বার্ধে 'ক্ষ' প্রতাপ হয়।
  যথা চতুর্থ + অম্ব = চতুর্থ, অম্ব + অম্ব = অম্ব ইত্যাদি।
  ৮১৭। বিশৃঙ্খলা, বিংশ, চতুর্থাবিংশৎ, ও পক্ষন শব্দের
  উত্তর পূর্বার্ধে 'অম্ব' প্রতাপ হয় হিসাবে। যথা বিশৃঙ্খলা + অম্ব
  বিশৃঙ্খলা + অম্ব = বিংশ, চতুর্থাবিংশৎ + অম্ব =
  চতুর্থাবিংশৎ, চতুর্থাবিংশৎ + অম্ব = চতুর্থাবিংশৎ।
  ৮১৮। বাঁটি বাঁটি তৎ সহ সমান সমুদ্র সংখ্যা
  বর্ণক শব্দের উত্তর পূর্বার্ধে 'তম' প্রতাপ হয়। বিশৃঙ্খলা
  ও সংখ্যারীতিতে অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত পর্যায় ইত্যাদি।
  ৮১৯। পুরুষার্থ যথা, সি ও চতুর্থ, শব্দের উত্তর 'সীয়' প্রতাপ
  হয়। যথা সি + সীয় = সীয়, সি + সীয় = সীয়, চতুর্থ + সীয় =
  চতুর্থ ও সীয় পশ্চাৎ।
  ৮২০। যথা, যথার্থ, সি ও চতুর্থ শব্দের উত্তর 'চন্দ্র' প্রতাপ
  হয়। ইহাম স্পর্শ এবং চতুর্থ শব্দের 'সি' লোপ হয়। যথা
  চন্দ্র ইহাম স্পর্শ ইহাম চন্দ্র ইহাম।

উদিত।

২৬৯। সংখ্যাবর্ণক শব্দের উত্তর অবর্ণ অর্থে 'তম' প্রতাপ হয় (১)।
  যথা চন্দ্র অবর্ণ = চন্দ্র, চন্দ্র অবর্ণ তীম; চন্দ্র, চন্দ্র।
  ২৬২। বিশৃঙ্খলা শব্দের উত্তর অবর্ণ অর্থে 'তম' প্রতাপ হয়।
  যথা বিশৃঙ্খলা = বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা তীম; বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা।
  ২৬৩। সংখ্যাবর্ণক শব্দের উত্তর একাদশ অর্থে 'ব্যাংকার্ড' প্রতাপ হয়।
  ইহাম 'ব্যাংকার্ড নােতার অবর্ণ হিসাবে। বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা
  এইরূপ চন্দ্র চন্দ্র ইহাম, চন্দ্র চন্দ্র।
  ২৬৪। বিশৃঙ্খলা শব্দের উত্তর 'তম' প্রতাপ হয়।
  যথা বিশৃঙ্খলা অবর্ণ = বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা তীম; বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা।

(১) ইহাম তারকা সরসার এবং সংখ্যাবর্ণক শব্দের উত্তর অর্থে 'ভূমি'
  শব্দের উত্তর অর্থে 'ভূমি' প্রতাপ হয়। এবং পূর্বার্ধে শব্দের
  উত্তর এক কথা যুক্ত হয় তীম ও তীম। এইরূপ ইহাম।
  যথা একটি তীম, তীম পুরুষ, সিরিয়া ইত্যাদি।
  ২৬৫। চন্দ্র শব্দের উত্তর অর্থে 'চন্দ্র' প্রতাপ হয়। এবং তীম
  শব্দের উত্তর 'চন্দ্র' প্রতাপ হয়।
২৭০। বঙ্গ ভারতব্যাপিরন।

হর হই বিক্রম। যদে নদী  তর=ননিতরা, নদীতরা, নদীতরা, হর+ তম=রাজনিতিম  রাজনিতিবিদ ইত্যাদি।

২২১। আই চারি পাতার পরের বস্তু ও অঙ্গ বাণ্ডন শ্রীকরিঞ্জনের বিশেষণ পদের স্বর্ণ ও পাণ্ডব হর হই বিক্রম। যদে নিতিন  তর=বিশ্বমীলত বিশ্বমীলত বিশ্বমীলত বিশ্বমীলত এই তিন পদের প্রথমে হর হইল, তৎপরে হর হইল বা পাণ্ডব হইল, পার্থে উভয়ের বিক্রম বশ্ত হর ও পাণ্ডব হইল ই না হইলো যেমন শরীর, তেজসি ধরিল, এইজন্য উপবিতৰ+তম=পূজাবিদ্যা, পূজাবিদ্যা পূজাবিদ্যা ইত্যাদি।

২২২। সাধারণের মধ্যে একের অভিধাবন কল গঠন হয়। যদি সাধারণের মধ্যে অভিধাবন শুনো যা স্বাভাবিক এই অর্থে সাধুরুপ বা সাধুরুপ, সাধারণের মধ্যে অভিধাবন শুনো সাধুরুপ, সাধুরুপ, সাধুরুপ শুনোর অভিধাবন শুনো সাধুরুপ, সাধুরুপ শুনোর অভিধাবন শুনো সাধুরুপ শুনো। এইতে সাধুরুপ, সাধুরুপ শুনোর অভিধাবন ইত্যাদি।

২২৩। কক কল শরীরের উভয় কক অভিধাবনের হাতের অভিধাবনের হাতের অভিধাবনের হাতের অভিধাবনের হাতের অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে অভিধাবনের হাতে 

২২৪। পর শরীরের উভয় অভিধাবনের 'ম' অভিধাবন হয়।

২২৫। বিশেষণ শরীরের উভয় অভিধাবনের ইত ও ইযুস অভিধাবন হয়। যদে অভিধাবন ইত, অভিধাবন ইত ও অভিধাবন ইত।

২২৬। ইত, ইযুস ও ইমন অভিধাবন পরের বিষয় ও অন্তর্গত শব্দগুলি এই শব্দ এবং ব্যথা শব্দ হয় বুদ্ধি ও জ্ঞা আদেশ হয়।

২২৭। ইত, ইযুস ও ইমন অভিধাবন পরের বিষয় ও অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে এই শব্দ এবং ব্যথা শব্দ হয় বুদ্ধি ও জ্ঞা আদেশ হয়।

২২৮। ইত, ইযুস ও ইমন অভিধাবন পরের বিষয় ও অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে এই শব্দ এবং ব্যথা শব্দ হয় বুদ্ধি ও জ্ঞা আদেশ হয়।

২২৯। ইত, ইযুস ও ইমন অভিধাবন পরের বিষয় ও অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে এই শব্দ এবং ব্যথা শব্দ হয় বুদ্ধি ও জ্ঞা আদেশ হয়।

২৩০। ইত, ইযুস ও ইমন অভিধাবন পরের বিষয় ও অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যে 

(ক) ইরজন ভারতের শব্দ শ্রীকরপুর হইলে তথ্য শব্দ হয় শ্রীকরপুর হইলে তথ্য শব্দ হয়।

(খ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে 

(গ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে 

(ঘ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে 

(ঙ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে প্রচন্ড অবস্থান হইলে 

(ঃ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(চ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(ছ) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(ট) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(বি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(দি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(পি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(হি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(জি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(কি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে 

(লি) ইরজন ভারতের অবস্থান হইলে
বঙ্গ ভাষায়করণ।

ফন আলেশ হর বিকেল। এবং কথন যুগ্ম হলে যে ও আলেশ হয়। যথা যুদ্ধ ইহল—কনিষ্ঠ, ও ভর্তি, আর—ইহলন—লন্ধন, ও অন্যান্য, ইত্যাদি।

৮০১। বঙ্গ পাণ্ডের উপরে ইহল, ইলন। ও ইন, প্রায়শ্চ করিলে প্রায়শ্চিৎ হয় স্থানে ভুলিয়া, যুদ্ধ ও যুদ্ধ শ্রবণ হয়। যথা—ইন্দ্রন, ভ্রমন, এবং ভ্রমন। এতাদি।

৮০২। ইল, ইলন ও ইন প্রায়শ্চ গরেতে পুরূখ, যুদ্ধ, যুদ্ধ শ্রবণ ও পরিচয় শব্দের 'ত' হানে 'ত' হয়। যথা পুরুখ ইলন—প্রিন্টিক, যুদ্ধ—ইলন—প্রাণান্ত ইত্যাদি।

৮০৩। ঐতিহ্য প্রায়শ্চ পরেতে বাণ, অণিক, শুল, শুল কিনা, শুল, হিং, উক্ত, ফল, বুত, গৃহীত, হৃদ ও তুষা শব্দ স্থানে বাণ কুচ্ছ, সাপ, সরো, তুষা, ভব, ভর্তি ভর্তি, এই হয়, তুষা ভব, ভর্তি। তুষা ভব ও পাণ্ডের অন্তর্গত হয়। যথা শরীরনির্দেশনা ইত্যাদি।

৮০৪। ঐতিহ্যের শব্দের উত্তর 'পাশ' প্রায়শ্চ হয়। যথা মুখ চিন্তাচিন্তা, চিন্তাচিন্তা পরিকল্পনা, নিষিদ্ধ পরিকল্পনাইত্যাদি।

৮০৫। শব্দের উত্তর ইরায়ন অর্থাৎ 'প্রায়শ্চিৎ' অর্থে করা, দেখা, ও দেখা প্রায়শ্চ হয়। যথা প্রায় মূল মূলক, প্রায় মূল অধ্যাপক, অধ্যাপনের, অধ্যাপকের, অধ্যাপককে, অধ্যাপককের, অধ্যাপককের পরিকল্পনা, অধ্যাপককের, সাহায্যকারী, পরিকল্পনা, বান্ধব, বিবাহিতা ইত্যাদি।

৮০৬। 'পুরুষ হইতে' এই অর্থে শব্দের উত্তর 'চর' প্রায়শ্চ হয়। যথা পুরুষ বিবাহ হইতে বিবাহ, পুরুষ হইতে—হইতে, অনন্তর, অনন্তর, অনন্তর ইত্যাদি।

৮০৭। 'পুরুষ বাহার ছিল' এই অর্থে সেই শব্দের উত্তর 

তত্ত্ব।

৭৩। রণ ও চর প্রায়শ্চ হয়। যথা ইহল পূরুষ রাণের ছিল আইনের—

৮০৮। সংক্ষেপে, ব্যাপ্তি, মূল বা অন্যান্য বাণিজ্য শব্দের উত্তর চর প্রায়শ্চিৎ হয় পূর্বন পন্যায়। ইহল পাঁশ থাকে। যথা—এক এক—একশঃ। তুষা তুষা। তুষা তুষা কম তুষা কম। অর্থাৎ অর্থাৎ ইত্যাদি।

৮০৯। 'বাণ হইতে' অর্থে অর্থাং তাহার কর্তৃকত বা মায়া বিশিষ্ট বুরাইতে শব্দের উত্তর 'দর' প্রায়শ্চ হয়। যথা পরে হিরণ্য শব্দের 'দর' শব্দের পূর্বন পন্যায় হয়। যথা বাণ্ডুক (অন্য কিছু নাই কিন্তু বাণ্ডুকই বাণ্ডুক) কর্তৃকত পাপ, পাপমার, কর্তৃকত পাপ আফ্রিকা, কর্তৃকত পাপ এইরূপ, যুদ্ধ, পাপমার, বাণ্ডুক ইত্যাদি। কিছু গোপনের বিষয়, গোপনের প্রকাশ।

৮১০। শব্দের উত্তর একটি অর্থে জাতীয় প্রায়শ্চ হয়। যথা একই প্রকার, এক জাতীয়, অন্য প্রকার—জাতীয় সমাজ প্রকার—সমাজ জাতীয়, বা সমাজবিজ্ঞানী (১) ইত্যাদি।

(১) বাণী, বক্তি, বলিন, বলিন, বলি প্রাচীত কলকাল। এভাবে অনেক সময় পূর্বের পূর্বে সময় ইহল হারে। যখন শব্দ পূর্বে গিয়ে করলে পালি পূর্বে হয়, তাহার অর্থ লাভ করা। ইহলে পরে চারটি ইন্দ্র প্রকাশের বাণি কিন্তু শব্দ পূর্বে হয় ইহলে অত্যন্ত তাহার স্বভাব। চারটি বাণি ও যুদ্ধ সত্ত্বা হারে। বাণি দিয়ে যায় তবে ভাব করতে করতে চারটি সত্ত্বা সত্ত্বা করতে। বাণি দিয়ে যায় তবে ভাব করতে করতে চারটি সত্ত্বা সত্ত্বা করতে।

পাপে। কিছু ভাব একটির সত্ত্বা শরীরে হইলে 'ক' করিয়া হয়। ভাব না।

গুহ্য সমাজ করিতে। হয় না।
টন্ত্রিত।

৮৪৮। "জিজ্ঞাসায়ে নারায়ণ।" এই অর্থে জাত সত্তবাদের প্রথম উত্তর "ইতত" প্রায় হয়। যেখানে কল জিজ্ঞাসায়ে নারায়ণ অর্থে কল+ইতত = কলিত, এইরূপ দৃষ্টিগৃহীত, স্বত্ব পুনর্নির্দেশ, পুনর্নির্দেশ, চরিত্রকৃতি, রোমাঞ্চকিত ইত্যাদি।

৮৪৯। অগ্রতা (বােহা নাম) তত্ত্ব ( কাহা হইয়াছে) হৃদ্দমাত্র বােহা পূর্বের হয় না এখন হইয়াছে অর্থে 'দু' ও 'ক"' পাত্র নিষিদ্ধ পদ প্রত্যেক সংখ্যাত প্রয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য পদের দীর্ঘ হয়। কিন্তু অব্যয় শক্তের হয় না। যেকোন কৃত, অতীত, অনুকূল, অনুকূলতা বা যাহা পূর্বের অর্থে অকরণ করা হয় না, একে অকরণ হইয়াছে, এইরূপ, যাহা, পূর্বের দুর হয় না এখন দুর হইয়াছে অর্থে দুরাকৃতি, দুরাক্ষর, প্রহরিতকৃতি, প্রহরিতকরণ, মনোনিততা, মনোনিত লোকুপ, ইত্যাদি। অবাধ পদে অভিলুকৃত, প্রতূলিত ইত্যাদি হয়ে আবারের হামাত ইত্যাদি, ও অন্য বিশেষ হইতে না।

৮৫০। অতুলত তত্ত্ব অর্থে তৃতীয় ও কৃত পাত্র পদের 'কা' করার শক্তের 'ক' হামাত 'ধি' হয়। যেকোন কৃত্তি ও কৃত্তি প্রতি প্রতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

৮৫১। অতুলত তত্ত্ব অর্থে বিশিষ্ট, তৃতীয় ও কৃত্তি পাত্র উপরের 'কা' করার শক্তের 'ক' হামাত 'ধি' হয়। যেকোন কৃত্তি ও কৃত্তি প্রতি প্রতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

পাপার্থ। যেখানে তৃতীয় ও কৃত্তি প্রতি 'কা' করার বিশিষ্ট অর্থে বিশিষ্ট হইতে না তৃতীয় অর্থে তৃতীয় হয়।

শুধুরান্ত (১) পাত্র অর্থে তৃতীয় বা কৃত্তি প্রতি প্রতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

১। শখ নর্ক পৃথিবী তৃতীয় বা কৃত্তি প্রতি প্রতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

২। 'বীর বাহা পাত্র বিশিষ্ট হইলে লোকার্থ হয় যাহা তৃতীয় ও কৃত্তি প্রতি প্রতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি।
২৭৬ বঙ্গ ভাবাবাক্যরণ।

পদ পরে সন্ন, চেহস, রহস, আরু, ও চক্ষু শঙ্করের অন্য বর্ণ 'স' রন্ধের লোপ হয়। যথা সমুদ্রন, চেহাতুর ইত্যাদি।

৮৫২। ভক্তসম্প্রদ, বশকর, ও ভাবকে দের ঐ ক্রম একার অর্থে পদের উপর 'সম' প্রতিষ্ঠাকর হয়। যথা ধৃতিরস্ত-সম্প্রদ ধৃতিরস্ত। উদ্ধের সা বা সং-শেষরাথ, অপরাধন আধুনিক জলসম্প্রদ জলসম্প্র, ইত্যাদি।

৮৫৩। অনু ও অন ভাবাত সংক্ষেপক নাতের উত্তর পরিমাণ অর্থে 'ইন্দ' প্রতিষ্ঠা কর। ইন্দ পরে ন্যু ও অন ভাবের লোপ হয়। যথা পক্ষাণ পরিমাণ ঘাটার পদ পক্ষাণ, ঘাটিক-পরিমাণ ঘাটার পদ ঘাটিক-শী। ইত্যাদি।

৮৫৪। ক্রাত্তের যো, যে ও যদি নিয়ে কিন্তু, যদি তম, ইন্দ একাদ ও অন্য শঙ্কর হয় প্রথমে, যে ও যে, এহ ও অন্য আলাদ হয় এবং 'অ' পরে নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি ইত্যাদি।

৮৫৫। পরিমাণ অর্থে ন্যু, যদি, তম, ও ইন্দ শঙ্করের উত্তর 'ডি' ও 'ডারা' প্রতিষ্ঠার। ইন্দ শঙ্করের উত্তর কেবল 'ড্র' প্রতিষ্ঠা হয়। যথা নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি - নিয়ে দিতি।

৮৫৬। হুইবের মধ্যে একাকী, ও বৃহ মধ্যে একাকীর বিশেষ অর্থে রইল, যথা ড্র, হুইবের মধ্যে কে ঐ অর্থে শঙ্করের উত্তর ও অন্ত প্রতিষ্ঠার কর। যথা হুইবের মধ্যে কে ঐ অর্থে শঙ্করের উত্তর ও অন্ত প্রতিষ্ঠার কর। যথা হুইবের মধ্যে কে ঐ অর্থে শঙ্করের উত্তর ও অন্ত প্রতিষ্ঠার কর।

(১) পরিমাণের বাণিজ্যে 'বি' প্রতিষ্ঠার। 'বি' পরে নক্ষত্র শীতল, সুসম্প্রদ, বিভিন্ন ইত্যাদি।

ফলি। ২৭৭

নতার, ততার, একতার অ বা। একতার ইত্যাদি। যার শঙ্কর ধারের সূচনা প্রতিষ্ঠা করে, যে, যা অন্ত প্রতিষ্ঠার শঙ্কর, ততার, বা অন্ত প্রতিষ্ঠার শঙ্কর।

৮৫৭। শঙ্করের পাত্র কারের বিভিন্ন হাতে 'তম' প্রতিষ্ঠার হয় এবং পক্ষার তম পরে নিয়ে শঙ্করের তম ও অন্য শঙ্কর হয় 'অ' আর 'কু' আর অন্য হয়। যথা এই শঙ্করের তম অর্থে রাখ, যা ইন্দীতে নিয়ে তম অর্থে রাখ, ইন্দের তম। নতার তম অর্থে রাখ, অন্য তম। ইন্দের তম অর্থে রাখ, অন্য তম।

৮৫৮। ভুত, মূল, ও অন্য ভিন্ন যোগানার শঙ্করের উত্তর আধার অধিকরণ বিভিন্ন হাতে 'তম' প্রতিষ্ঠার। জ পরে নিয়ে ইন্দ ও কিন্তু শঙ্কর হাতে 'অ' আর 'কু' শঙ্কর হয়। কথা কোন শঙ্করের কোন এই শঙ্করের কথা নিয়ে তম অর্থে রাখ, ইন্দের তম অর্থে রাখ, ইন্দের তম অর্থে রাখ, ইন্দের তম অর্থে রাখ।

৮৫৯। সর্ব্ব, এক, কিন্তু, যদি, ও তম, শঙ্করের উত্তর কালাকালিকের বিভিন্ন হাতে 'অ' প্রতিষ্ঠার। যে পরে নিয়ে ইন্দ ও কিন্তু শঙ্কর হাতে 'অ' আর 'কু' শঙ্কর হয়। কথা কোন শঙ্করের কোন এই শঙ্করের কথা নিয়ে তম অর্থে রাখ, ইন্দের তম অর্থে রাখ, ইন্দের তম অর্থে রাখ।

৮৬০। পুরুষ, অন্তর্ভাব, উত্তর, ইন্দ ও অন্তর্ভাব শঙ্করের উত্তর 'বিষয়' এই বিভিন্ন কান অধিকরণের পর হাতে 'হাতার' আর অন্য হয়। যথা পুরুষ 'নিয়ে পুরুষান্ত অন্য হন। আর তম অর্থে হাতার ইত্যাদি।

৮৬১। ভুত, মূল, ও অন্য ভিন্ন যোগানার শঙ্করের উত্তর আর অর্থে শঙ্করের বিভিন্ন হাতে 'চাই' প্রতিষ্ঠার কথা ইহার

(১) পরে নিয়ে শঙ্কর শঙ্করের শঙ্কর হয়। অন্য অর্থে শঙ্কর শঙ্করের শঙ্কর।

২৪
২৭৮

বঙ্গভাবায়করণ।

‘বা’ থাকে। (১) বধা সর্ব্বনা, আন্যায়, তথা উভয়া অন্যা
ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও ইন্ধ শব্দে পদঘ্রাম করিবে। কখন ও ইন্ধ পশ্চয়।
৮২। এক্ষণে কোন সর্বনাশ ও অর্থ শক্তের আদিত্য ও কাল অধিকরণীয় বিভক্তির সহিত কতকলুন পশ্চ
নিপাতনে নিশ্চিত হইল। যথা—

শব্দে অধিকরণীয় কথা দয়া অর্থ
— বিভক্তির সহিত

কিন্তু আধারে সং, কৃথ, কোন হাসন
ঐন্ধ কাল ঈষ, অনুরাগ একের
এক্ষণে একহিংস, ইন্দিনী একের
পূর্ব কাল পূর্ব, পূর্বকালে
পর দিনে পরীক্ষার পরিনাম

সমান, 

সমান দিন (তথ্যগুণ)
ঐন্ধ বর্ণে অধিক, এইরূপের
পূর্ব, 

পূর্ব করে 

ঐন্ধ দিনে যথেষ্ট এক দিন (ইত্যাদি)

উৎপত্তি হাসন উৎপত্তির উৎপত্তির হাসন
tর কালে তৃতীয়( 

৮৩। ‘দিনে’ যথেষ্ট অধিকরণি বিভক্তির সহিত অন্যায়ী
অর্থে পদ: গত অর্থে ‘হা’ হয়। যথা: পরিদিনে=দ্বিত (কল্প)

(২) একারায় পদ: পদের হাসন বালক। ‘বন’ প্রায় হয়। যথা: ‘বন’
প্রায় হয় পর = তথা = অন্যায়, তথা = অন্যায়, ক্ষুদ্র = ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র = ক্ষুদ্র, ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=�ন্ধ=�ন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=�ন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্ধ=�
পঞ্জ ভাষাবিকিরণ

'ই' হয়, এবং অথবা পূর্ণ 'ন' পড়া হয়। যথা: আনিং, আর্নিং, অর্জিং মধ্যে পাচিং, অথবা ইয়াদিং।

অর প্রথম প্রথম, এক্ষণে দ্যাটিপাদ ( এখন থাকুক )

৮৮। পঞ্চ বিভাগে কিছু পদের উভয় অনিশ্চিত অর্থে

চিবং ও 'চন' ( ১ ) প্রত্যয় হয়। যেহেতু জুড়িচি, কৃষিক, স্মৃচন, কৃষি, ক্রষি, ক্রষি ইত্যাদি।

৮৭। বিশেষ শব্দের উভয় চতুর্থাংশ হয় বা বিচিত্র আর্ন

এর ( ২ ) প্রত্যয় হয়। এ পদের শব্দের অন্তঃ 'অ' কোনো শব্দে পড়া হয়।

যথা: অনুরূপ + ' এ' = অনুরূপে, অহির + ' এ' = অহিরে, এই প্রকার + ' এ' = এই প্রকারে, কর্মের + ' এ' = কর্মেরে, পুঞ্জের + ' এ' = পুঞ্জেরে, এইরূপ বিচিত্র, আছে বা আছে ইত্যাদি।

৮৬। বাঙালি পঞ্চ প্রত্যয়ের মধ্যে অনেকগুলি

মূল প্রত্যয়ের অপ্রত্যয় অথবা, তাহা, মধ্যে মধ্যে সাধারণ প্রত্যয়ের ইতিবর্ণিত হইয়াছে।

( ১ ) বেহাল সংস্কৃত বিভাগের কিছু পদে চিস ও চন, হই সেই পদের

বাঙালি নিয়মে কিছু শব্দের উভয় অনিশ্চিত অর্থ, 'এ' প্রত্যয় হয়। 

যথা: করা = করে, কাবর = কবরে, কুষ্ট = কুষ্টে, কৃষি = কৃষি পদে, এইরূপ বিচিত্রতার হয়।

( ২ ) এই ' এ ' প্রত্যয়, পদের করেন এই প্রত্যয়ের হয়। যেহেতু বিচিত্র

বিশ্বাস, আস্তুরিয়া এক কারণিক ইতদিয়।

চিও প্রত্যয়ের

(গতি ও বিচিত্র চিহ্ন)

৮৭। কবিতা, বিচিত্র তা পতিত বাঙালি তার প্রত্যয়ের

সৌন্দর্যগুর খবরে, বিঘান বা পনাহ যারা মধ্যে দেয় যে সবকুল

(১) আছে সর্ব বর্ণে বিভিন্ন, বর্ণ, অধিবিশ্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত বিন্যাস

রীতি/রীতি। কুতুরারা কুতুরারা কুতুরারা হইৰে।

যেহেতু এ সমস্ত প্রত্যয়ের এ সকল ধরণ বাঙালি, তাহার নাম, এগুলি বিচিত্র

পূর্ণ প্রত্যয়ের বদলে, যাহারা কবিতা ভাষার হইতে

য়ুরিচে এ সকলের নিয়মানুসারে বর্ণ্য বাঙালী প্রত্যয়ের প্রয়োজন কর্ত।
চিহ্ন প্রকরণ ।

২৮৩

লুপ্ত বাংলা‌বাক্যঃ

নেওয়া যায়, তাহাতে ‘নতি’ করে। বাক্যের কথন ও গঠনের বিশ্লেষিত সময়ই নতি পরিচয়ক।

২৮৩। লিখন সময় দেই নতি পরিচয়ক হয় যে কোন-কোন নতি আকার বিবির্ধিত হয় তাহার নাম নতিচিহ্ন।

নতিচিহ্ন অনেকগুলি, তাহার নাম নাম অনুসরণ নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

চিহ্ন নামের নাম ইংরাজি নাম—অর্থ—

পুষ্প (পুষ্পগুলি) ’পিয়ারুয়া’ ইহাদার একটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়।

'বীর্য' সমুচকলনি এক পুরো কেন্দ্রের মধ্যে কুন্ড কুটি বাক্যের ভাব পুরূ প্রকাশ হয়।

ক্ষতি অর্থাৎ ক্ষতি বিবির্ধিত হয়।

নিয়মিত 'সেমকোলন' এক পুরোভাবের মধ্যে স্নায়ু স্নায়ু বাক্যের প্রকাশ হয়।

? 'বিভাগ' ইহাদের প্রক্রিয়া বাক্যের পরিবর্ধন হয়।

- বিভাগ 'ভাব' ইহাদের ক্ষেত্রক্ষেত্রের বিবাহ বেরাচার জন্য হয়।

- বিভাগ 'সমঞ্জস' ইহাদার ভাব বা অংশ পরিবর্ধন হয়।

" পুরুষ 'সোমনাথ' ইহাদের ভাব অক্ষরের উচ্চতার পরিবর্ধন হয়।

'ধর্ম' করারের 'ধর্মাপার ভাব অন্তঃপরিচয় হয়।

নাম ইহাদার ভাব অন্তঃপরিচয় হয়।
চিত্রাকৃতি । ২৮৫
ক্যা কোনদিন দুঃখ তুলি শান্তি তুলি প্রথম শুনে পূর্বে ভুলতে ভুলি করতেন পূর্বে ভুলতে ভুলি করতেন —
পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে —
এবং উপস্থিতি অমুমতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি —
আছি যাকে।

৮৭১। এই হলে নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার —
পূর্বে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার —
পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে —
এবং উপস্থিতি অমুমতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি —
আছি যাকে।

৮৭২। এই হলে নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার —
পূর্বে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার —
পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পর�াবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে —
এবং উপস্থিতি অমুমতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি —
আছি যাকে।

৮৭২। এই হলে নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার —
পূর্বে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার ও নায়ে আলোকার অলোকার —
পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে পরভাবিত উত্তরে তুলিতে —
এবং উপস্থিতি অমুমতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি প্রতীতি —
আছি যাকে।
চিত্ত্ব্যুক্তকরণ।

ক—পে, মেদ, বহির, নিহ প্রাকৃতিক পদ পরে।

ধ—কি বালক, কি যুব, ও কি বৃদ্ধ, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষা করবার।

থ—অলীকের দিন পার্থী ভিন আকার; ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক। এ মেষ প্রাকৃতিক বিশেষ আলাদা না।

থা—এর শুধু শব্দ পরে ধরিয়েই “শারীরিক” পদে কথা গড়িয়ে দেব।

থ্যা এক জিনিষ অনেক শব্দ পরে পরে কথা গড়িয়ে। যোগক শব্দের উভয় পার্শ্বের দুই পাদে পাড়িয়ে না। যথা রাম, রাম, হরি এবং মুখ এককে বিদ্যা করে।

নিধ—শিক্ষা বা করিয়ে দেয়া যেন, সাধা করা, কী ও সাহিত্য করে।

থ্যা ঢুই মেটা পদের “এবং” মেষক ধারা মহু করে একচিত্র শব্দ পরের পরে কথা বিষয় পরবর্তী না।

থ্যা কৃষি ও সামাজিক, উল্লেখ ও সামাজিক, খাটাই ও হৃদয়, বালি ও আলোচনা করিয়ে হতেছে।
চিহ্নপ্রকরণ।

পঞ্চবাক। অনেকখানি উপন্যাসের অন্তর্গত বিষয় বিশেষ হয়েছিল। এই নিয়ম পড়া সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু নিয়মটি সহজ হয় না। এই প্রকারের বিষয় বিশেষ নিয়মটি বলা হয়।

চিহ্নপ্রকরণ।

পঞ্চবাক। অনেকখানি উপন্যাসের অন্তর্গত বিষয় বিশেষ হয়েছিল। এই নিয়ম পড়া সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু নিয়মটি সহজ হয় না। এই প্রকারের বিষয় বিশেষ নিয়মটি বলা হয়।
চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১

চিহ্নপ্রকরণ। ২৯১
চিহ্নিতকরণ ।  \[ \begin{align*}
\text{চিহ্নিতকরণ}.
\end{align*} \]

তাহার নীচে নীচে সেই সকল কথা পুনর্গত লিখিতে হইলে অপেক্ষা না লিখিত। উপার্জন কথার বা বিষয়ের নীচে নীচে চিত্র লিপ্ত তাহা হইলে সেই সকল কথা পুনর্গত লিখিতে হইলে অপেক্ষা না লিখিত।

চিহ্নির চিহ্ন ।

২৯৩। তাহার নীচে নীচে সেই সকল কথা পুনর্গত লিখিতে হইলে অপেক্ষা না লিখিত। উপার্জন কথার বা বিষয়ের নীচে নীচে চিত্র লিপ্ত তাহার হইলে সেই সকল কথা পুনর্গত লিখিতে হইলে অপেক্ষ না লিখিত।

চিহ্নির চিহ্ন ।

২৯৩। তাহার নীচে নীচে সেই সকল কথা পুনর্গত লিখিতে হইলে অপেক্ষা না লিখিত। উপার্জন কথার বা বিষয়ের নীচে নীচে চিত্র লিপ্ত তাহার হইলে সেই সকল কথা পুনর্গত লিখিতে হইলে অপেক্ষ না লিখিত।

চিহ্নির চিহ্ন ।
২৯৪  বঙ্গ ভাষাব্যাকরণ ।

বা বাংলা। বাংলারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে বিশেষে নিকট, উহাদের একটি চিহ্নিত বিষয়, ব্যাপারে প্রায় চিহ্নিত সমীচিত তথাকথিত উক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হয়।

আর যদি এক পদে অনেকস্তু তৈরির প্রয়োজন হয় তবে পূর্ব চিহ্ন হইতে একটি একটি করিয়া চিহ্ন ঘটাই। প্রস্তুত করিতে হয়। কথন কখন (১)(২)(৩)(৪) ইত্যাদি ব্যবহার করা দ্বারা ঐ চিহ্ন সম্পর্কের কার্য সম্পন্ন হইতে যায়।

লেখন বা ইংরেজি—

মূল স্থান—

২৯৫ । এই সত্যতার মিত্রনীতি কর্তার চিহ্নকে ইংরেজি করে।

কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোভাব করিতে হইলে এই ইংরেজি চিহ্ন দ্বারা কোন হলুদ তাহা প্রদান করিতে হয়।

২৯৬ । সংজ্ঞা—কোন শব্দ কি তিনি বাংলা লিপিতে অনুচ্ছেদ হইতে, হলে তিনি বাংলা লিপিতে সুন্দর শব্দের পারে তৎসংজ্ঞায় অনুচ্ছেদ লিখিত চরিতে পারে। স্থল—ভিন্ন ভিন্ন, কথন কথন—কথন ইংরেজি।

২৯৭ । পদ্ধতি পদার্থের ও প্রকৃতি প্রাসাদের মধ্যে—

ইই চিহ্ন খুব সাধারণ হয়। এবং সেখানে পদার্থ ও সমুদ্র হরের শব্দের অর্থ প্রাপ্তির প্রাধারণ ও প্রকৃতি প্রাসাদের পরের মধ্যে ‘ল’ ইই চিহ্ন ব্যবহার হয়। যথা গান্ধি—সিটিটাইট। নিষেধ, ইত্যাদি। এই সংকে চিহ্ন সাধারণ হরের অনেক চিহ্ন গণিত ব্যবহার হয়।

রচনা ও করণ।

২৯৮ । ক্রিয়ার যোগ সমস্ত পদের পর শব্দের পূর্বে বাংলা বিন্যাস করিয়া রচনা বা বাংলা রচনা করে।

রচনা ও করণ।

২৯৯ । ক্রিয়ার যোগ সমস্ত পদের পর শব্দের পূর্বে বাংলা বিন্যাস করিয়া রচনা বা বাংলা রচনা করে।
চরণের প্রথম অনুষ্ঠান এই যে, কয়েক প্রকারের বাণ্ডর প্রক্ষালনের মধ্যে যে কর্মকর্তা দেখেছেন, তার সামনে যে কোনো দুর্ঘটনা হচ্ছে তাকে জ্ঞাত করতে হবে। এই কর্মকর্তার অনুসারে পরামর্শ দিতে হবে। কেননা, তার সামনে যে কোনো দুর্ঘটনা হচ্ছে তাকে জ্ঞাত করতে হবে।

চরণের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান এই যে, কয়েক প্রকারের বাণ্ডর প্রক্ষালনের মধ্যে যে কর্মকর্তা দেখেছেন, তার সামনে যে কোনো দুর্ঘটনা হচ্ছে তাকে জ্ঞাত করতে হবে। এই কর্মকর্তার অনুসারে পরামর্শ দিতে হবে। কেননা, তার সামনে যে কোনো দুর্ঘটনা হচ্ছে তাকে জ্ঞাত করতে হবে।
চোখের পাত নাকাকে আকাঞ্জ পড়ে । সমাপিক বিকামে, অনমলিকাকসায়ারয়ে বিষ্ণু কিয়া বিবেলে কোন কারণকের অভ্যে বাক্যের রাম্য করিয়ে, তারা নিরুদ্য হয় না । কেনাকে তাহাতে পাই চাও । এইচ্ছে পাই মূলকেই বাক্যের আকাঞ্জি হইল । আকাঞ্জি বাক্যের নাম পূর্ণ বাক্য ; এলে বাক্য পাইর চাও বাক্যের হলেও, তাহাতে অনাকাঞ্জি বা অনস্পৃষ্ট বাক্য হলে । স্বস্ত্ব চাও পাইর চাও তাহাতে মানসে করিয়া বাক্য আকাঞ্জি হইল। ।

চোখের পাত নাকাকে আকাঞ্জ পড়ে । সমাপিক বিকামে, অনমলিকাকসায়ারয়ে বিষ্ণু কিয়া বিবেলে কোন কারণকের অভ্যে বাক্যের রাম্য করিয়ে, তারা নিরুদ্য হয় না । কেনাকে তাহাতে পাই চাও । এইচ্ছে পাই মূলকেই বাক্যের আকাঞ্জি হইল । আকাঞ্জি বাক্যের নাম পূর্ণ বাক্য ; এলে বাক্য পাইর চাও বাক্যের হলেও, তাহাতে অনাকাঞ্জি বা অনস্পৃষ্ট বাক্য হলে । স্বস্ত্ব চাও পাইর চাও তাহাতে মানসে করিয়া বাক্য আকাঞ্জি হইল। ।
চন্দ্র প্রথমার্দন।

দাক্ষিণাত্যের অসংখ্য সমতলে পরি আকাশে সত্যের জ্বালা কি কিছু কি বলে না মনে আকাশের এমন কোন পথই নেই। কেননা কোন কোন সময়ে কোন কোন কারণে প্রদক্ষিণে অথবা ধারণের অনুমতি করে না। যেমন গোলাধর হইলে ভিন্ন কি বলিয়া রীতঃফলিত বলিয়ার আকাশক্তি হয়। যেমন প্রথমে 'ঠিক কি বলিয়া রীতঃফলিত' উভয় 'ঠিক আকাশক্তি হয়। এখানে 'ঠিক আকাশক্তি হয়। তাহার যে না দায়িভাবে যাবার পথকে আনাকাম্বিত বা অন্যায়ে হইল। 'আকাশক্তি বলিয়া তাহার নিয়তি ধারা অর্থ কোন প্রস্তুতি হইতে হইবে।

১১১। অন্যায়—আসায়া বা নিকটবর্তী। কারণ কখন বা বিপণ সময়ে জ্বালার বেগমত্তায় পর সমন্বয়ের পৌরাণিক পারস্পরের আদায়ের কথা বা অন্যায় কিংবা অনুশীলনের বেগমত্তায় পর সমন্বয়ে স্পুষ্ট স্পৃষ্ট ও অনাদৃত। কোন কোন শ্রী সম্পদের পৌরাণিক পূর্বাদিপন্থায় কথা বা অনাদৃত বেগমত্তায়। কথা—সমূদ্র বেগমত্তায় পৌরাণিক পর্যাধীন হইলে কোন অনাদৃত বা অনাদৃত বেগমত্তায়। কথা—সমূদ্র বেগমত্তায় পৌরাণিক পর্যাধীন হইলে কোন অনাদৃত বা অনাদৃত বেগমত্তায়। কথা—সমূদ্র বেগমত্তায় পৌরাণিক পর্যাধীন হইলে কোন অনাদৃত বা অনাদৃত বেগমত্তায়। কথা—সমূদ্র বেগমত্তায় পৌরাণিক পর্যাধীন হইলে কোন অনাদৃত বা অনাদৃত বেগমত্তায়।

চন্দ্রনির্ণয়।

"চন্দ্রনির্ণয়" ও আকাশের অনিশ্চিত পথ সকলের মধ্যে অতি সময়ের অধিক বিনম্র করিয়া দিলেও আত্মার পদ্ধতি হইল। ধ্রুপদী—'হৃদি ভাত নাইতেছে' একটি বাক্য। ইহা হইলে বর্জন নিয়ম নিয়োগী বিনয়কে এই কারণে কোন পথ নিয়োগ করিয়া দিলেও অনুশীল। দোষ হয়। কলতায় কোন রোগ স্থানের প্রস্তুতি বিয়া অন্যদিকে দোষ হয়। একজনে অপারিতভাবে হইল। যে, মোগ্যাল, আকাশী ও আধুনিক এই তিন শক্তি বা পুনরায় সমন্বয় নামেই বাক্য। কোন রোগে এই তিন শক্তি বা পুনরুদ্ধ এককের নিয়ন্ত্রণ হইলেই বাক্য হইল।

এই সময়ে, আকাশই পথ মুখচের যুদ্ধে যুদ্ধ হয়। একজনে বিন্যাসের পথ বিন্যাস করিয়া এই পথের সমন্বয় নামক তাহা ধারণ হইতে হইবে।

এখন ইহা বলা আবশ্যক, এই পথের অক্ষর কর্তব্য। গোমস্তি রাগিণী ন্যায় আকাশক্তি ও অনুশীলনের বিয়া হইলেই বাক্য হইল। না। কারণ কর্তব্য—হতেই ব্যাঙ্কোত পরিশ্রম না বা ধারণা থাকে। রচিত হয়, ব্যাঙ্কোত পরিশ্রম না। নুস্রা প্রকৃতির অনুশীলনে পথ বিন্যাস করিতে আকাশী ও আধুনিক পদ্ধতি হয়। ও ব্যাঙ্কোত করিতে অক্ষর করিয়া হইলে বিন্যাস প্রস্তুতি পথ পদ্ধতির করিতে অনুশীলন। করিতে হয়।

অন্যায় কথায় ব্যাঙ্কোত করিতে মোগ্যাল আকাশী অবলম্বন করিয়া পথ বিন্যাস করিতে হয়; সেইজন্য বাক্য রচনাকরিতে হইলে তাহাদের মধ্যে মোগ্যালের অনুমোদন করিতে হয়।

২৬
চর্চা প্রকরণ।

মন্ত্রণালয় গ্রন্থ পত্রনিবন্ধন এর বিষয় আমাদের অনুমোদন অম্বুর বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে এরকমের অস্পষ্টতা ও আঘাতের আলোচনা বিষয়ের বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে।

বাক্য পদ বিনায়ক।

২২০। ভিজাী বাক্য পদ যুগল-ক্রিয়ায় বাক্যের আকর্ষণ। নিয়ন্ত্রক হয়, ক্রিয়া-অর্থকর্মনির্দেশনা ক্রিয়াের আস্তি বিনিময় প্রাপ্ত হয়। কলল, ক্রিয়া নামকিলে বাক্যের রচিত হয়।

ভিজাতার অনুসারে পর স্থাপন।

২২১। বাক্য পদ স্থান। ধ্রুব বাক্য কর্তব্য ও ভাষা শব্দে ক্রিয়া পদ বিনায় হইলে বাক্য পূর্ণ হয়। যেখানে রাম লক্ষ্যকে অর্থের অর্থকর্মনির্দেশনা করিতে থাকিলে, এখানে সাদার পূর্ণ ছিল, রাম শিবনিধির শিক্ষার পূর্বে কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন ইত্যাদি।

২২২। ক্রিয়া শব্দকর্ম ও অকর্ষণ তেব্দে লেখক একাদশ, যে কেন ক্রিয়া। কেন হইতে না, তাহার উপরে বিনিময়ে হইতে পারিতা বাক্য যে, তাহার কর্তব্যকায় পদের সহিত অর্থ থাকে, এই অর্থ পাইতে হইয়া থাকে।

ক্রিয়া সহিত কেন পদের আহরণ ভাবে, কেন পদের আধিক্য ভাবে, কেন পদের সাধনভাবে, কেন পদের আপাতলাভ ভাবে ও কেন পদ এর আদর্শ ভাবে অধ্যয়ন থাকে। এই অধ্যয়ন অনুযায়ী পদ বিজ্ঞানী পূর্ণ হইতে আস্তি। অন্ততঃ বাক্যের আছির আনুষ্ঠানিক পদ বাক্যের নির্দিষ্ট হইতে হইতে।

২২৩। বাক্যের প্রথমে কর্তব্য ও ভাষা শব্দে ক্রিয়া। রচনা প্রকরণ।

বিনায় করিতে হয় ও অনুযায়ী কর্তব্যকর্মনির্দেশনা ঐ উপর পদের মধ্যে যে যে বিশেষে আদি সংহ নির্দিষ্ট হয়।

২২৪। কর্থ বাক্যের অন্যতম কর্থ। পদের মধ্যে যে যে পদ বাক্যের কর্থকর্তব্যের আলোচনা করিতে হইলে, এই সার্থে পদের অনুসারে কর্থ কর্থ নির্দিষ্ট হইতে হয়। অন্যমের এইরূপ সামায়ভাবে ও মাসায়ভাবে কর্থকর্তব্য পদ সকলের নিয়ন্ত্রণ ও রূপক অবমূলক হইতে থাকে। কর্থ "বাক্য করিতেছেন" একটি কর্থ, কর্থ নিয়ন্ত্রণ ও কর্থকর্ম কর্থের সহিতের ইত্যাদি বিনিময় হইতে। বিনিময়ের উপরে কর্থ বাক্যের নির্দিষ্ট ও অন্যরের নির্দিষ্ট কর্থ নীতি রূপকী হইতে। বিনিময় হইতে।

যাহাঁর হৃদ্যুলিকাদের ধন করিতেছেন । এতে কর্থ হাস্যরসীর্ধী হইয়া "ধন করিতেছেন" কর্থের বিনিময় শব্দ বাক্যায় হইতে রূপক হইতে। এখানে স্থানে ধন হৃদ্যুলিকাদের কর্থের বিনিময় শব্দ বাক্যায় হইতে রূপক হইতে। কর্থের বিনিময় শব্দ বাক্যায় হইতে রূপক হইতে। কর্থের নির্দিষ্ট হইতে। কর্থের নির্দিষ্ট হইতে। কর্থের নির্দিষ্ট হইতে। কর্থের নির্দিষ্ট হইতে। কর্থের নির্দিষ্ট হইতে।

২২৫। আরো এখানে কর্থ বিশেষের কর্থ এই বাক্যের পার্থক্য হয়, তথা কর্থভাবের কর্থ এই বাক্যের পার্থক্য হয়। কর্থ কর্থ হইতে রূপক হইতে। কর্থ কর্থ হইতে রূপক হইতে। কর্থ কর্থ হইতে রূপক হইতে। ( এখানে কর্থ - ধন কর্থ) কর্থের পার্থক্য হয়।
বঙ্গ ভাষাবাচকরণ ।

"ধন হাত করিতেছেন" উভয় বক্তা যুক্তকালনৈপুণ্য করণের দুরে বসিয়াছেন, এবং করণ ও গৌণ কর্ম পদের সামান্যায় বশতঃ বিভাগের পৌর্বায়ন হইতেছে।

আরাধি বদি ঐ বক্তা অপদান পদ বিভাগ করিতে হয়, তবে ঐ সকল কার্যকারিণী অপাত্য ক্রিয়ার দুরে বসিবে।

যখন—"দেবালু বাঙ্কা হইতে বহন করার দৃষ্টার্থে ধন হাত করিতেছেন" এ বক্তা "বাঙ্কা হইতে" অপাত্য করণের, করণ ও করণনৈপুণ্য ক্রিয়ার সাহায্য অথবা অতি সামান্য হোক বলে ঐ করণ গুলিতে ক্রিয়ার দূরে বসিতেছে।

আরাধি ঐ বক্তা যদি অর্থায়ন পদ বিভাগ করিতে হয়, তবে পরিবর্ধন ঐ সব কার্যকারিণী ক্রিয়ার দূরে বসিবে।

যখন—"দেবালু দেখাতে বাঙ্কা হইতে প্রথমে দৃষ্টার্থে" অর্থাৎ করণনৈপুণ্য ক্রিয়ার সাহায্য অথবা ঐ সকল কার্যকারিণী আরও সামান্য।

করণনৈপুণ্য বিভাগ।

২২৬। দেবমন, দেবমন, আরাধি ও ক্রিয়া প্রথমে করণ করণ অর্থাৎ ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত করণবৃত্তি, অর্থাৎ ঐ সকল অর্থায়ন ক্রিয়ার সাহায্য করণ কার্যকের বিভাগ আছে।

২২৭। যদি একাকে করণ করণ, তাহা সার্থক হয় না।

হইলে করণ ও করণ, উভয় করণই করণতাপভূত তাহে অর্থাৎ করণ করণ করণ ক্রিয়া নিকটবর্তী হইতে। তাহা করণতাপ করণ সার্থক হইলে করণ ও যুগল করণ পৌর্বায়ন।

পর্যায় ধরিতে। যথা—করণবৃত্তি করণনৈপুণ্য ক্রিয়া এহার করিতেছেন বাঙ্কা—"হরি দীর্ঘ রামকে এহার করিতেছেন" বিভিন্ন হইতে পারে।

রচনা প্রকারণ।

২২৮। ঐ অর্থক ক্রিয়া করণ সার্থক হইলে করণ পদ অন্যায়ান করণ পদ অপেক্ষা ক্রিয়ার নিকটে বসিবে।

করণ করণের সাহিত ক্রিয়ার অপরাধ অথবা। যথা—"ঐ এখান হইতে অর্থাৎ গৌণ করিতেছেন এই অথবা।

কিন্তু যথাযথ কর্ম, করণনৈপুণ্য ক্রিয়ার নিকটে বসিবে।

যখন যথাযথ কর্ম পরিচয় দেবার প্রকৃতির উপাদানের সহিত, ইত্যাদি। কিন্তু ঐরূপ পদের সাহিত ক্রিয়ার বিভাগ যাই।

অপদান পদ বিভাগ।

২২৯। ভব, উৎপতি, একান, রক্ত, চন্দ্র জ্যোতি করণ পদ যদি ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অপদানীণ অর্থাৎ ঐ করণ ক্রিয়ার সাহিত অপদান কার্যকের বিভাগ অর্থাৎ আছে।

৩০০। অপদান সাধিতে ক্রিয়া যদি সাধিত হয়, তবে অপদান ও করণের বিভাগ আছে।

যথা—রামের রামের অনুমতি হইলে অর্থক করা করিতেন বা করির রামের অনুমতি হইলে রক্তের রক্তের করিতেন।

বিকল্পনা করণ হইলে মূলস্বরূপ ক্রিয়ার সাহিত, অপদান করণনৈপুণ্য দুরে ও গৌণ করণ ঐ দুই করণের অপদানশীল দূরে বসিবে।

প্রথম অপদান কার্যক্রম বিকল্পনা নাই। অপদান সাধিতে ক্রিয়া করণনৈপুণ্য হইলে, পরস্পর অপদান সাধিতে ক্রিয়া করণ হইলে।

যথা—"পিতার পূজকে বিকল্পনা করণ উপযুক্ত করণ।" এবং যুক্তকাল "উপযুক্ত" নিকটে, "বিকল্পনা করণ।" 

অপদান অনুশীলন করণ পদের গৌণ করণ উভয়নৈপুণ্য হইতে বসিয়াছে।

畅通无阻。
৩০৬

বঙ্গ ভাষায়করণ।

৩০১। সূক্ষ্ম বা বিকৃত্ত্ব থেকে কোন অপারান্সং সাধারণ ক্রিয়া কোন হটক না, অপারান্সং পদ সর্বমুখে অপারান্সং অপেক্ষা ক্রিয়ার সাধারণত হইবে। যখন "ছাড়া শিক্ষার হইতে উপলব্ধ এবং করিয়াছে" এরকমে উপপন্থ কর্ম্মধার অপারান্সং হওয়াতে, অপারান্সং অপেক্ষা ক্রিয়ার নিয়মের বলিতে বলিতে হইবে।

৩০২। আর অপারান্সং সাধারণ ক্রিয়া অপারান্সং হইলে অপারান্সং কারক ক্রিয়ার সাধারণত হইবে। কিন্তু অপারান্সং পদান্তে ক্রিয়ার দুর্বল বসিতে। যখন রাম বৈরণ হইতে ক্রিয়ার হইতে হইতে, অপারান্সং ক্রিয়ার হইতে পাদিতে, ইত্যাদি। আর "ছাড়া শিক্ষা হইতে বুদ্ধ ঢোলের চয়, বুদ্ধ হইতে ক্রিয়ার পাদিতে, ইত্যাদি। ইত্যাদির মধ্যে "ছাড়া শিক্ষা তোমার কাছে অপারান্সং হয় ও পাদিতে" ক্রিয়ার অপারান্সং অপেক্ষা নিয়মের বলিতে বলিতে হইবে।

৩০৩। আর যে কোন অপারান্সং সাধারণ ক্রিয়ার বাক্যে করণ বা অধিকরণান্তর অ্যানান্য কারক পদ বিন্যাস করিতে হইলে মূলক্রিয়া বা করণ ও অপারান্সং বা অপারান্সং, এই দুই কারকপদঅপেক্ষা ক্রিয়ার হইতে দুর্বল বসিতে। এই অধিকরণান্তর অন্যান্ত কারক অপেক্ষা দুর্বল বসিতে। যেমন "মালী উধানে বুদ্ধ হইতে মৃদুত্তর করিতেছে" যেমন "মালী উধানে আর্কৃষ্ণ হইতে মৃদুত্তর করিতেছে" এরকমে প্রধান বাক্যে অপারান্সং সাধারণ "চরণ করিয়াছে" ক্রিয়ার অপারান্সং পদ, অপারান্সং পদ "পুলি" অপারান্সং ক্রিয়ার দুর্বলতা হইতে। বিচিত্র বৈধ করণের বলিতে "পাদিতেছে" ক্রিয়া। অপারান্সং সাধারণ ও করণ সাধারণ এবং অপারান্সং পদ "করণের বলিতে "পুলি" অপারান্সং পদ ক্রিয়ার সাধারণত, এবং অপারান্সং ও করণ একইভাবে দেখা মতান্তর সর্বমুখ। তাহাতে "উধানে বুদ্ধ হইতে নিয়মদাতার বলিতে বলিতে হইবে।

রচনা প্রকাশ।

৩০৭

অত্যন্ত দারা ফল পাদিতেছে । ইরাহ হইতে পারে। আর অধিকরণ পদ "উধানে" দুই বাক্যে ক্রিয়ার হইতে সর্বনাঙ্গ দুর্বল বলিতে বলিতে হইবে।

অধিকরণ পদ বিন্যাস।

৩০৪। সকল ক্রিয়ারই অধিকরণ পদ বাক্যেতে পারে; সূক্ষ্ম, বিকৃত্ব, পরঙ্গণান্তর, অপারান্সং, প্রাদুর্ভাবী ক্রিয়া রদ বাক্যে অধিকরণ কারক, অভাজ সকল কারকঅপেক্ষা ক্রিয়ার হইতে দুর্বল বসিতে। যেমন উধানে বুদ্ধ হইতে মৃদুত্তর করিতেছে, দৃঢ় মৃদুত্তর করিতেছে, বিচিত্রতার নকল জন্য পাওয়া যায় ইত্যাদি বাক্যে অধিকরণ কারক অভাজ কারক অপেক্ষা ক্রিয়ার দুর্বল বসিতে।

৩০৫। কিন্তু নাকা, উপপত্তি, শয়ন, উপপত্তি শয়ন, গমন, বাস, আত্মোহা ব্যতীত কৃত্বান্তরতার অর্থে ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অধিকরণ সাধারণ অর্থে অধিকরণপদের ঐ সকল অর্থে ক্রিয়ার সাধারণ নির্দেশনার অর্থে। সুরঙ্গ ঐ সকল অর্থের ক্রিয়ার বাক্যে অধিকরণ কারক অপেক্ষাকৃত ক্রিয়ার সাধারণত হইতে পারে। যেমন হসন সাদার প্রচুর কাণ্ড শুরুর করিতেছে, সংখ্যা ধরে পালে, সুচনা এবং অন্যান্ত কি কিছু। শিক্ষার জন্যীর নিয়ন্ত্রণের তাল বাসন, প্রভুবিতে ব্যাপারে অর্থে।

ঘরের শান্তি হইতে পারে। ইত্যাদি। এই সকল বাক্যের অধিকরণকারক পদ অপেক্ষাকৃত ক্রিয়ার নিয়মের বলিতে বলিতে হইবে। অধিকরণ অর্থে ক্রিয়ার অধিকরণ পদ বহুল দুর্বল বলে তবে অপেক্ষা নিয়মের বলিতে বলিতে হইবে।

৩০৮। কিন্তু বিভক্ত কাণ্ডের পদ সর্বমুখই অধিকরণসাধারণ।
চলো পাঠকের সাক্ষাৎকার।

কিছু অপেক্ষাকৃত অবিকার্য কথা বলিয়া তাহার বাক্যের সমাপ্তি হইয়াছে।

চলো। তাহার কাল্পনিক বাক্য।

চলো। তাহার অপর বাক্য।
কারণ ও ক্রিয়া পদ বিশ্লেষের মৌলিক তত্ত্ব।

২৫১। বঙ্গ ভাষার বাক্য কর্তৃপক্ষ অনুসারে ও ক্রিয়া পদ সর্বনাশে বিভাজন করিয়া, এই উভয় পদের মধ্যে অন্তর্নিহিত কারণ পদার্থের বিভাজন করা করে। একে পূুৃঙ্গ উক্তি হইয়াছে। এই কেনই উক্তি বিভাজন করা করে।

২৫২। কর্তৃপক্ষের পক্ষ ও বিভাজনের সর্বনাশে বিভাজন করেন করে। এই পদের উক্তি হইলে অন্ত কর্তৃপক্ষের উক্তি হেনা আবার তার করে। এই উক্তিগুলি বিভাজন করিয়া হইয়াছে। এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষের পূৃঙ্গ ও পদার্থের বিভাজন করেন করে। এই পদের উক্তি হইলে অন্ত কর্তৃপক্ষের উক্তি হেনা আবার তার করে। এই উক্তিগুলি বিভাজন করিয়া হইয়াছে। এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া है।

নতুন গাঁথা পদার্থের উক্তি অত্যন্ত না হইলে কিশোরীর করে। কেবল গাঁথা হইতে গাঁথা রূপে অনেকে নয়নে হইলে পরে তবে যেখানে রূপে না পদার্থের আইন, এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত গাঁথা রূপের অণুরূপ উক্তি হইয়াছে। এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত গাঁথা রূপে অন্তর্ভুক্ত ও প্রেয়ে ক্রিয়াপদ বিভাজন বিভাজন করিয়া হইয়াছে।

নতুন গাঁথা উক্তির বল প্রাচীতে ফল পালিতেছে। এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ নালী অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া হইয়াছে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া।

নতুন গাঁথা উক্তির বল প্রাচীতে ফল পালিতেছে। এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ নালী অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া হইয়াছে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া।

নতুন গাঁথা উক্তির বল প্রাচীতে ফল পালিতেছে। এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া।

নতুন গাঁথা উক্তির বল প্রাচীতে ফল পালিতেছে। এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া।

নতুন গাঁথা উক্তির বল প্রাচীতে ফল পালিতেছে। এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া।

নতুন গাঁথা উক্তির বল প্রাচীতে ফল পালিতেছে। এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত বিভাজন করিয়া।
কঙ্গ ভাঙ্গভাঙ্গকেন।

৩১২। পদ বিলাস মুগ্ধ যে স্মৃতি নিরমল শিল্পবিদ্যা হইতেছে তৎ সমকালে এই পরন্তুদীপবিদ্বয় এবং এই পর্যালোচনা ভাবেই পদ বিলাস রত্নের মৌলিক মৌলিক হইতে। কথার কারণ পদ সময়ের এই তারাগাথী বিশ্বনাথের পরিচালনা না হয়। যাইতেছে ন কারণ পদ সময়ের কোন কোন পদ কিছু নিকটবর্তী হয়, তাহার মৌলিক হেতু অর্থে করিলে ইহা। এবং পাচ্ছে যার যে, করণ, অপারেল ও অধিকরণ, এই হইতে অপরাধক পূর্বতন হয়। এখনতঃ “করণ কারণ” ইহা। বাক্যের কোন হাতে রবিতে ইহা। ইহা উত্তর এই যে, করণের যে প্রকারই কোন হিতান্তর না, তাহার সাধা অর্থাত কর্মের বিভিন্ন যুদ্ধ পরচরের পূর্বতনের বর্ণনা, যেমন ধার ধার। রুক্ত হেনন করিতেছে” যেমন “ধার” এই করণের কর্মের বিভিন্ন “রুক্ত হেনন করা” করণের অনেকটা নিঃশীল “রুক্ত হেনন করিতেছে” পদ্ধতির পূর্বতনের বর্ণনা। অন্য বক্তা স্বাক্ষর না হইলে কর্মের স্বত্ব অন্য হইতে পারে না অর্থাৎ যে বক্তা ধার। ধার হেনন যে বস্তু অপারেল হইলে হৃদ বা স্নাত, তাহার পর যাহা হইলে সম্ভব যে বহুল: “এই হৃদ স্বাক্ষর স্বাক্ষর হইলে তবে হেনন কর্মে তোল। তাহাতে কর্ম প্রতিক্রিয়া কিছু পদ্ধতি বদল আইন সাধারণের অর্থাৎ যে হেনন কর্মে যে, বক্তা স্বাক্ষর না। হইলে করণ ও কর্মের বক্তা স্বাক্ষর হইতে পারে না। কেননা করণ যা করণের সমাপনে কে করিতে; হৃদ সাধারণের অর্থাৎ কর্মের উপরে অন্তরি হইতে না। যেমন রাজেন্দ্রের রুক্ত হেনন করিতেছে” এই সকলই কিছু, সকলের কল্পনা করিয়া হইতে দুঃখ অর্থাত বক্তা এখানেই নিরস্ত্র হইতে।

রচনা প্রকাশ। ৩১৩

করিতেছে এই কেবলই কর্মে, সকলকক্ষে স্থায়ী ক্রিয়াইতে সুখে অর্থে বক্তা এখানেই নিরস্ত্র হইতে।

৩১৪। হিতের বর্ধিতে অপারেল করণ বক্তা যে কপাল বিদ্যমান হইতে? উঃ-ইহার বাক্যের যুদ্ধ সম্পর্কের পূর্বগত বর্ণনা; হৃদয়ের অনুপযুক্ত যুদ্ধ ও কিছু হইতে অনুপযুক্ত পূর্বতন হয়। এখানে “রুক্ত হইতে কল্পনা হইতে” এখানে “রুক্ত হইতে” অপারেল পদ অপারেলের বিষয় কল্পনা জটিল “ফল ও পদ্ধতেছে” পদের পূর্বে বর্ণনা করে। কারণ অপারেলের অর্থাত না হইলে অপারেলের অর্থাত কোন হইতে হইতে।

৩১৫। অন্য অধিকরণ। অন্যায় মুখ্যত্বে আধার নামগুলিতে আধারের সংখ্যা হইত। হৃদয়ে অধ্যায়বিশেষ অধিকরণের আধারের বিশেষটি পপারের কারণে হইতে। যেমন “উদাহরণ রুক্তহইতে অপারেলহইতে” কল্পনা হইতে, এখানে রুক্ত হইতে অপারেলহইতে” এই বক্তায় অধ্যায়বিশেষ হইত। কেননা এই সকল বিষয় যোগ্য উদাহরণ উদাহরণ হইতে, অধ্যায় রুক্তহইতে অধ্যায়ের স্থানে অপারেল হৃদয়ের মোটক্ষ অধ্যায়ের মোটক্ষ স্থানে কর্মোন হৃদয়ে উন্মুক্ত ঘোষণা। অধ্যায় “উদাহরণ” এই সকল ব্যাপার সাধারণের কর্মে কেহ না। বাধাই যুক্ত সম্পর্ক না হয়; এক্ষণে কর্মকল্প ঐক্যের বিষয় যুদ্ধক পদ সমস্তের অপারেল বিষয় হইতে। যেমন “রাজ উদাহরণে রুক্ত হইতে ইত্যাদি। এরূপ অধ্যায়বিশেষ হইল করণ, অপারেল, বিষয়ের ও কর্মকল্প যোগ্য মৌলিক হেতু পরমাণু তারের ২৭।
বঙ্গ ভাষাভাষনের ২১৪

আত্মিক অনুমানে কিছু হইতে কেমন হইতে সুর্যে অর্থাৎ প্রথম প্রথম হইতে ক্রমশঃ পরে পরে বিভাগিত হইতে থাকে।

৩৭। জননী দে সমস্ত কারণে কিছু নিরক্ষরী হয়, যা হইতে থাকে। পূর্বে কিছু হইতো--কিছু নয় দায়চার, বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কারণ কিছু নিরক্ষরী হয়।

৩৭১। যে কিছু করে কারণের সাহিত বিষয়ের অর্থ আছে তাহার ত নিরক্ষরী নয়। কিছু প্রথমে চই এরো কারণ: সত্যচিন্তা অন্য কৰ্ম্মকর্মের। সত্যচিন্তার কর্মকাজের। একণ্ঠবিহীন বলে নিতান্ত করিবার প্রস্তাবনা হইতে চাও প্রথমে এই ইত্যাদি। এভাবে কারণের কারণ ও প্রতিস্থাপনের দূর্বলতা আরো হইতে চাও প্রথমে এই ইত্যাদি।

কোন এরো কারণের কারণ নিতান্ত করিবার প্রস্তাবনা নহ। যে কঠিন কঠিন করিবার প্রস্তাবনা করিবার প্রস্তাবনা নহ। কিছু নিতান্ত করিবার প্রস্তাবনাখানি হইতে নিতান্ত। যেহেতু কারণের কারণ নিতান্ত করিবার প্রস্তাবনা নহ।

৩৭৮। আর কারণের কারণ করিবার মধ্যে কর্মচারী করণ নিত ও কর্মচারী অপারা নিক্ষিপ্ত করিবার আছে। কর্মচারী করণ করণ হইতে হইবে, তাহা অর্থাৎ করণ ও সেই কারণের পৌর্ববর্তীতাবেতে করিবার নয় নিক্ষিপ্ত হইবে। যেহেতু করণ নিত তত্ত্বার্থ বিষয়ে অথবা রাৰা নিত।

রচিত্তা গ্রন্থধারণ। ৩১৫

কে বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইবে, অথবা অনুশীলন করিতে হইবে তথাপি করিয়া ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে ক্রমে অর্থাত ক্রমে 

৩৫০। অন্যান্ত অক্ষরক করণ মধ্যে করণ বা অপারান নিক্ষিপ্ত, করণ বা অপারান পদ অনুশীলন করিবে।
রচনা প্রকাশ ।

৩৬৭ । এই স্থান কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক ; প্রথমে কথ্যস্ত ক্রিয়া কর্মসংক্রান্ত কথায় করন, অপাদান, ফি অবিন্যাসের, কর্মকারের কি আগেরা করে হয়। এত তুলি কিছুই নিজের কর্মসংক্রান্ত কথা করা হয়। 

৩৬৬। বলা এই কথা আবার কর্মসংক্রান্ত কথায় কর্মকারের করা হয় এবং অপাদান, ফি অবিন্যাসের কর্মকারের করা হয়। 

৩৬৫। বলা এই কথা আবার কর্মকারের করা হয় এবং অপাদান, ফি অবিন্যাসের কর্মকারের করা হয়।
নব ভাষামুখীর জন্য

করতে পারা ধার। কার্যার্থে বাক্য বর্ণালীয় সম্পর্কে হইতে বাক্যে দেহাঙ্ক পত সহায়িত করিতেছে—দেখিয়ে এই বাক্য করিতেছে। কোন করনিষ্ঠ সম্পর্কে দ্রুত ও করণ ইহার মূল্যাঙ্কন অষ্টাঙ্গীয় পৌরোচ্ছাড় এবং ইহার কার্য “এই বাক্য।” এই কার্যের করিয়া ভাত, কার্য্যাবিশিষ্ট অথবা অকার্য্যাবিশিষ্ট। করিতে অকার্য্যাবিশিষ্ট হইলে ভাত বাক্যের ভাব বাক্যের ভাব হইতে নাই।}

চন্দ্র প্রকাশ

১৫৪। এতে দৃষ্ট কণ্ঠের প্রস্তুতি তাহই হয়, নাম পদের বিনিময়ীর মৌলিকতায় তাহাতে আর সমষ্টি নাই। নতুন পদের বাক্যের অংশ যৌথ কবিতার অংশ সংগঠি কবিতার নিমিত্ত অংশ (পদার্থক্ষুত পদ সম্পাদনা ) করাইতেন। অন্যান্ত কবিতা বা পারমাণব বাক্যের অংশ এই কবিতা অন্যান্ত পদক্ষেপ এলাকার প্রারম্ভ প্রাক্তন। বধ চন্দ্রের চন্দ্রাঙ্গ নাই; স্পৃহ এই মূল সংক্ষেপ করিয়া দ্রুত উদ্ধৃত হইলে যে দৃষ্টি সংক্ষেপ তাহাতে আর দৃষ্টি নাই।

চন্দ্রকে করিয়া নিত্যরূপ রীতির অনুসরণ করার করে পারস্যরূপ বিভিন্ন করিয়া টাকা করিত

হয় তাহার করণ কি? তাহার করণ এই তোলকতি কি প্রকার 

বাক্য, অথবা কোন সাক্ষর কি প্রকার পদের, যুক্তি যে কোন 

বিশেষ বিশেষ বিণুত্ত দর্শন, অর্থনীতিক, অর্থ, উন্নত স্তর, বাজার 

ফুলা, আখান, উত্তর, এর, উভয় অথচ উপর এরিক 

বিন্যাস টজ বাক্যের প্রস্তুতিকে হয়, তাহার বাক্যের হয়, মুখ 

বিভিন্ন বিভাগ করিয়া গাইতে কি? এদেশে কেন, কোন ভাবের? আলে কি? 

ইহাতে কি দেখায় নাই। দশতাল বাক্য। 

চন্দ্রের পদ বিভাগ করিয়া দে সত্য দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করিয়া, 

নামাদিক পদ বিশ্বাস করিয়া দে যে হল বাক্য করিত হয়,
৩২০

ধন্ত ভাববাকরণ।

তথ্যেত্যন্ত্রপালিত দশ সকার আঞ্চল মেটেই হইয়া যাকে এবং সরহুরায়ে তথ্যপরিচালক পাইফ বিনিয়োগ হয় অথবা ভুক আঞ্চলে মিশিয়া যান। এই কিন্তু নয়, তাহার কার্যায়নতীলোক সন্তরে যে বসর মেটেই হইয়া। কার্য্য নিষিদ্ধ হয়, তাহার পরিচালক বাহিরের সেইসুন্দর পরিচালক পাইফ বিনিয়োগ হয়।

বাক্য আহুতি হইবে।

ইহাত পর বিনাশ লে মৌলিক করুন।

যাওয়া করার এক বিনাশের সংখ্যা হইলে বিশেষনামায় হইয়া যাইতে।

বিশেষন পর বিনাশায়।

বাক্যের অর্থাত কর্মকরের বিশেষন তৎসঙ্গে যাছিমা বিশুদ্ধি হয়, একথা পূর্বে করিতে হইতেছে; এখনে তাহার অর্থধরা নিষিদ্ধ করা যাইতেছে।

৩২১। বিশেষনের অর্থাত কর্মকরের পাইথার্মণ হইলে বিশেষন নিষিদ্ধ হইতেছে; তৎসঙ্গের বিশেষন হইয়া স্বপ্নী নিষিদ্ধ হইতে হইলে বিভিন্ন; সাধারণ বিশেষন, ও সাধারণ বিশেষন।

৩২২। যে সকল বিশেষন ঘূঁ, সংহা, ও সাধারণ শব্দের করিয়া কর্মকরের পূর্বে নিষিদ্ধ হয়, যে বিশেষনের সাধারণ বিশেষন।

৩২৩। এ সকল বিশেষন যুক্ত, মূল্য, ও অবস্থাত প্রায় করণ করিয়া কর্মকরের পূর্বে নিষিদ্ধ হয়, যে বিশেষনের সাধারণ বিশেষন।

৩২৪। ক্ষম ছাড়া বিশেষন একবার হয় না, তাহার একটি না হইলে অক্ষ হইতে পারে না, তবে যেটা না হইলে অক্ষ হইতে না, সে বিশেষনটা পরের পুর্বে বিশেষ।

ষোনা এককারণ।

পরস্পর, মূল্যক ও অভিলাষ, সূত্র ও অভিলাষ তথ্য হয়, ঐই তথ্য বিশেষন যুক্ত অথবা পরিচালক বিশেষনের পূর্বে বিধয়, পরে বিধয় হইবে। কখনই নিয়ন্ত্রণ, মূল্যক ও সূত্র না হইলে পরস্পর, মূল্যক ও অভিলাষ হইতে পারে না।

৩২৫। পরস্পর বিপরীত ধর্মায়তে হইবে বিশেষন এক হাতে প্রায়ই হইবে না।

বর্তমান ও চক্ষু, আস্থাতে এবং বিশেষ। বিপুলই বিশেষন একটায় প্রায়ই হইলে বিশেষনের বিধয় হইয়া যায়।

৩২৬। যদি কতগুলি বিশেষন একত্র করিয়া, সে দুইর ব্যাখ্যা বহুবিধী করাইয়া নিষিদ্ধ হইতে হইবে, তাহাতে অভিলাষ যুক্ত নিষিদ্ধ হইতে হইবে। যে কোন পরিচালক বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে বিশেষ. বিশেষ নিষিদ্ধ হইতে পারে।

৩২৭। এ বাণিজ্যের প্রথমে যুক্ত, মূল্য, মূল্য নিষিদ্ধ বিশেষন তথ্য প্রায়ই হইতে পারে, যে সকল বাণিজ্য বাণিজ্য পূর্বে বিশেষি হইতে।

৩২৮। ঐই নিষিদ্ধ অন্যর সংখ্যা যুক্ত হয় ও অন্যর ব্যাখ্যা নিষিদ্ধ হয়, অন্যর করণের সম্পর্কে।

৩২৯। জনিত একত্র বিশেষন প্রদান করিবে, যে দুইর সাধারণ ব্যাখ্যা প্রায়ই হইবে। যে নীতির যুক্ত মূল্য মূল্য বহুবিধী বাণিজ্য একত্র বিধয় হইবে, যে সকল বাণিজ্য বাণিজ্য পূর্বে বিশেষি হইতে।

৩৩০। ঐপুরুষ বিশেষন—যে বিশেষন পন্থায়া বিশেষ বাণিজ্যের উপাধি অর্থান্ত ব্যাখ্যা বাণিজ্য হয়, তাহাকে ঐপুরুষ বাণিজ্যের বিশেষন বাণিজ্য হয়।

৩৩১। বিশেষন পরের পরে ও ক্রিয়া পূর্বে বিশেষি হয় এবং করণেও বিশেষি হয়, অন্যর করণের সম্পর্কে।

৩৩২। ঐই তথ্য প্রদান; বিশেষন বিশেষভাবে ও বিশেষ।
বিষয়ভাবের্কন্ষ।

৩২২

৩২১। বিষয়–গ্যা জানাই মহাবেন চম্পু, ইন্দিয় জনের শ্য্য, বিষয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

এই বাঁকাকের জানা, ইন্দিয় ও বিষয় উদ্ধত করুণ অর্থ চম্পু, খান ও বন বিশ্বের পরদ।

বিষয়ের পরের পূর্ববর্তী সম্পর্ক পর বর্তি জ্ঞানে না বিদায়, উদ্ধতের পূর্বে বলে, তেমন উদ্ধত ও বিষয়ের পন্ডি মিলিত হইয়া।

ঝঞ্ঞ কর্ম ধারয়ে একপর হইয়াং। যথা “জান অাদের শ্য্য।” এইসম্পর্কে না হইয়া। মহাভাবর জন চম্পু এয়দ হয়।

৩২২। বিষয়ের পর, বিশেষা না হইয়া। বিশেষের পদ হইলে স্বাহাকে বিষয়ের ভাবান ইত্যাদি করে। যথা রাম বাক্য ধার্মিক, তিনি অতি ভাসনান। মহাভাবর পবিত্রন্তে না হইলে আচারবো খাদ পার্বত্য জগন্তে মাটী। ও পাত্তা ইত্যাদি বাবার ধার্মিক যয়।

বান, পার্বত্য স্থান ও পাত্তা পরবর্তী বিষয়ের ভাবান ইত্যাদি।

৩২৩। আর, পার্বত্যের আকার বা অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া, তাহার মধ্যে তাহাকে নিচে করিয়া। যথা কাহারও নৌকা হইতে হইলে, সম্বন্ধ বলা হইতেছে, তোহার আর করিতেছে ইত্যাদি।

এই বাক্যের কারণ, আর পার্বত্যের বিষয়ের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া। নৌকা বলা ও অর্থ প্রস্তুত হইলে, ভাবান তোহার বলা ও অর্থ বিদ্যমান।

বিষয়ার পর সূচনার পূর্ববর্তী পদের বিষয়ের তাঙ্গে প্রদেশ হওয়াতে বিদ্যমান হইল।

৩২৪। একাকিনি বিষয়ের বিশেষণ একসাথে অনুরুপ হইল তাহার মধ্যে নোকার অাদের পালিত হইত। যথা, মানিকর মৃদু শুধু মোহন বাক্য প্রথম করিয়াছিল। ইত্যাদি।

কিছু একাকিনি ভাবান বিষয়ের এক একটি বিষয়ের ব্যাপার।
হরি রামকে দুই ঘায়া। অত্যন্ত এহার করিতেছে, ইত্যাদি।
এই শেষে কাঠের "প্রহার করিতেছে" কিন্তু কর
লিঙ্গ ; ইহার করণ ধরিতে ভিক্ষু লেখা থাকে সে বিভূতি ক্রিয়া বিশেষজ্ঞী করণের জন্য হৃত দুঃখের বিবরণ। যে হরি রামকে
অত্যন্ত দুই ঘায়া। করিতেছে। অতিনির্ধারিত করিতেছে। ইত্যাদি।
এই রকমে কাঠ কাঞ্জি করিতেছে। তৎকালে বিভিন্ন
২৫
কাঠ করিতেছে। বিভিন্ন তৎকালের পূর্বে বিলিয়া।
ব্যথা সত্য দৃষ্টি করিতেছে ইত্যাদি।
২৬। আর বিভূতি ক্রিয়া বিশেষজ্ঞী করিতে। বা
করিতে। এই পদ সহ এমন হইলে কথার কথন বিভাগ অপেক্ষা
করণ হৃত দুঃখের বিবরণ। ব্যথা বলিল আর বা অপরনিশ্বাসের
রণ করিতেছে ইত্যাদি।
২৭। যৌগিক ক্রিয়া বিশেষজ্ঞ একাধিক পদ সমাপে
শ্ল হইলে ক্রিয়া ভিক্ষু লেখা থাকে তাহার কথন বা যৌগিক
ক্রিয়া বিশেষজ্ঞ। কথা বিনাশ পূর্বক নিম্নলিখিতে করিতেছে ইত্যাদি।
২৮। যৌগিক ক্রিয়া বিশেষজ্ঞ অন্যচারে কথন ক্রিয়ার
সর্বীকরণ কথন পুনর্নিশিত হয়। দেখানো উহারা অজ্ঞ কথন
ক্রিয়ার এক প্রাক্তন হয় তথাহই সর্বীকরণ হয়। কথা বিনাশ প্রাক্তন
করিতেছে ইত্যাদি।
এই একাধিক ক্রিয়া বিশেষজ্ঞ কথন দুই ক্রিয়া
বিশেষজ্ঞী পদেরপ্রার্থে দুঃখ হয়। যে রাম যেই ভার নীরবর
মুখায়িত নির্দীপ্ত করিয়া। ইত্যাদি। এখানে শেষতাপের
দীপ্তির্ভাব। ক্রিয়া বিশেষজ্ঞ হইল উহার বিশেষাদিত্য
থ্যাকে পূর্বে বিলিয়া।
৩২৬  বঙ্গ জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞান।

৩২৬। আর কেন কোন মৌলিক বিশেষ কারণ যা কিছু কথায় বিশেষ করে বলে, সেই সকল কিছু বিশেষ করি তাকে করিহো। যখন তার সত্ত্বে পূর্বক আন্তর্জাতিক কারণর পূর্বে বদলে। যখন তার বর্তমান পূর্বক আন্তর্জাতিক কারণর এর আরেক এই কথা কারণ সহ এর কিছু কারণর কিছু বিশেষ হইতেছে।

৩২৭। পূর্বক ও পূর্বকের শব্দ অক্ষ রাখিয়া যে শব্দ ব্যতীত সমত বিশেষন হয়, তবে পাশাপাশি যে কেবল কিছু বিশেষণ হইয়াছে এমন নাই কারণ প্রাচীন বিশেষণ হয়। যখন “এইকোনা পূর্বক কার্যাচরণাতঃ আজ্ঞায়িত এবং সেখানে উপাদানীর। বিশেষণ হইয়া, একই করণ কারণর কিছু শব্দ হইতেছে।

৩২৮। এক শব্দ জ্ঞানী দৃষ্টিকোণ কিছু বিশেষন এককের উপর বিশেষ করি হইতে ডাকার এর বিশেষনসমর্থ যেসব শব্দের পরিপূর্ণ করিয়া যায় “১” এই করণ শব্দ প্রাণায়ম করিতে হইবে। যেমন “বিলাপ পূর্বক, পরিতৃপ্ত পূর্বক” এর বলে “বিলাপ ও পরিতৃপ্ত পূর্বক” এই মেদ হইবে।

৩২৯। আর জনা, নাম, নতুন প্রাণ শব্দ বিশেষ পর করিয়া বর্তমান পরিসমাধান না হইয়া। যেখানে বর্তমান পরিসমাধান না হইয়া, তখন প্রায়ই সেই বর্তমান অনন্তে এই কথা বলে সেই শব্দ বিশেষণ হয়, তথায় প্রায়ই সেই বর্তমান পরিসমাধান না হইয়া, তথা পরিসমাধান হয়। তথায় যখন শব্দ বিশেষণ হয়, তথায় প্রায়ই সেই শব্দ বিশেষণ হয়। যখন “বাৰ্ত্তার ধর্ম অবলম্বন পূর্বক” এর বলে “বাৰ্ত্তার ধর্ম অবলম্বন পূর্বক” সময় অধিকাংশ করিতেছে। একিতু সব বাক্যাংশের বিশেষন সর্বপ্রথম হই।

৩২৭। সন্নত পূর্বক পূর্বে বিশেষ। সবকে বিশেষন করিয়া বিশেষণ করা যায়। “ভাষার নাম হিসেবে যার অর্থ কেন সহস্র সৃষ্টি করা যায় না।” এখানে “হিসেবে নাম” পদ “হিসেবে বর্ণনা” এই পদের বিশেষন হইতে।

সময়ের শুরু পূর্বক শব্দের নাম দিন দিন রুপন্ত একটি এই হইতে। যখন নামের নামের ও নামের আনন্দে বিশেষণ হইল। এখানে “নাম” রুপন্ত এই জিনিস “নাম” পদের বিশেষন হইয়া করিয়া পূর্বক পূর্বে বনিয়া হয়।

যেহেতু যখন আকারের উপর সংকুচিত পড়ি না, এখানে “আকারের নাম” “প্রচুর” নির্দেশনা করিয়া বিশেষণ হইয়া। তাহার বিশেষাধিকারের উল্লেখ করিয়া পূর্বক পূর্বে “বিশ্বাস” বিশেষণ। ইত্যাদি সর্বনাম পদ বিশ্বাস।

৩২৮। শব্দ তত্ত্ব এর অর্থের কথায় কোন সংক্ষেপ হইল অথবা প্রকৃত হইছে। এখানে প্রাচীন তত্ত্ব হইল হয়। তথায় বিশেষণ হইতেছে।

৩২৯। যখন তত্ত্ব-বাক্যের যে বলে যেখানে যথেষ্ট শব্দ বিশেষণ শব্দ কেন তথেকে যথেকে হইল হয়, তথায় পরিসমাধান না হইল হয়, তথায় সৃষ্টি হইতেছে। এখানে এমন বলে সেই তথ্য করেন, তাহা অন্ত্রে বাক্যের কথা তথায় সমস্ত নাই, তথায় ইংরেজী। এই শব্দ অধ্যায়ে করেন, তথায় এ শব্দের অর্থনাত্মক হইতেছিল ইত্যাদি।

৩৩০। কোন পূর্বক পদবিশেষের অবস্থায় তত্ত্ব

৩৩১। উল্লেখ করিতে হইলে, অন্য তত্ত্ব হইয়া।
কিন্তু কোন সর্বনামকারণে বিশেষার্থে বিকৃত হইলে, কর্ণকরণ হলে উদ্দেশ্য কর্তার প্রেম। ও বিধেয় কর্তায় সম্যক বিতর্ক হয়। বিধেয় কর্তার সনে আদ্যমে, তাহার হইলে বহুলে তাহা পাইতে হইতে, এই নামকরে উদ্দেশ্য কর্তা "বিষ্ণু ও তাহার" প্রারম্ভে অন্তর্বিন্দের কর্তা 'সন্তানের' ও 'হইতে সহায়তনের' সম্ভাব্য হইতে হয়।

৯৮১। অন্তর্বিন্দের কর্তা হলে উদ্দেশ্য পান বলিয়া বিধেয়পদকার বিষয়ী, দিতা, উদ্দেশ্যপদকার তহতীয় ও বিধেয় পদে বিষয়ী বিকৃতি হইতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক পদকারের যাচাইকরণ নির্দেশনা করিয়া ও উহাদের হইলে যেসকল বিকৃতি অন্যরূপে প্রতিবিন্দুগণকে যাচাইকরণ করিয়া দিতে হয়।

৯৮২। প্রত্যেক সন্তান কর্তা হলে উভয় পদেই বিকৃতি হয়। যথা, তাহাদের তাহাদের নিকটেই অর্থ লাগতে নাই, তাহাদের চারি কেনেই বিশেষ অর্থ লাগিয়া থাকে।

৯৮৩। প্রত্যেক সন্তান কর্তা হলেই উদ্দেশ্য ও বিধেয় সকল বচন সংযোগ হইতে। কিন্তু কোন এই সর্বনাম বিধেয় হইলে বিধেয় পদ সন্তান হলেই এক সকল বচন হইতে। যথা, কর্ণকরণের - সন্তানের। কেহ দুঃখ নহে তবে, হঘোরে অন্তর্বিন্দের কাষ্ঠের নাই, সন্তানের-ভারতবর্ষীয়ের কাষ্ঠের পুষ্ট না বলে সন্তানের নাই, ইত্যাদি।

উদেশ্য ও বিধেয়, এই উভয় পদেই সত্যু কর্তার বিষয়ে আছে, তাহার হে এই ; নতুনা তাহাদের সম্ভাব্য হয়, যিনি অন্তর্বিন্দে না হুইল ইত্যাদি তাহার শাস্তি, ধন রঁচি, যুথে, ও দেবতা প্রাপ্তির পশ্চিম স্থানের অন্য নিয়মে যারা।
৩৩০

বঙ্গ ভাষাবাক্যরূপ।

ধরন তাবাবাক্যরূপে, ইহাদের তুলনা কারক নাই। বঙ্গ ভাষায় উদ্দেশ্য আর বিদ্যার পদের তুলনা কারক ট্যাক্সির প্রস্ত
ব পুরুষকাত্ত উদ্ধার সময়।

১৮৩। অতএব ইত্যাদি, এক্ষণে আবার বা তত্ত্ব পুরুষে রাখি।
কোন বিষয়ের উল্লিখি হইলে, পরে কখন কখন যদি শব্দ পার্থক্য বাধ্য। করিতে হয়। বাংলা বক্তব্য যে,
তাহা সমাজ বিবেচনা তাহা ধূমিত, তাহা কীর্তিক করা যায় তাহা যুক্ত সংজ্ঞ ইত্যাদি।

রুক্ষরী শব্দ যখন কখন কেবল কোন ব্যক্তির বা কোন
একটি ভাষার পরিবর্তে বলে। যখন ১—এক্ষণে যদি কেহ আমার সাহায্য করিলে, তাহা হইলে—... ইত্যাদি। ২—দর্শন
বিষয়ের অর্থ ঠান করিতেই যে, দ্বারা প্রকাশ হয়; এমন নহে,
৩—বিভাগের গমন করিলেই ধুমিত হইলা, তাহা নহে ইত্যাদি। এতদের বোধে। “তাহা” পদ যদি কেহ সাহায্য
করিলে বাক্য; ২ বাক্যে ‘এমন’ পদ পরিবর্তে বিশিষ্ট শব্দের করিলেই যে বলা গমন করিলেই এই বাক্য; আর ও বাক্যে
‘তাহা’ পদ বিভাগের গমন করিলেই যে বহিত হয়, বাক্যের
পরিবর্তে বিনা হইলে ইত্যাদি।

অব্যাক্ত পদ বিস্তার।

১৮৫। অব্যাক্ত শব্দ যখন আঁকার; তখন এখানে কেবল
সংযোগক অর্থের শব্দের গমনের বাস্তবিক হইয়ে। যে সকল
অব্যাক্ত ব্যাক্তির দোষ করে, তৎসমূহের অন্যেকে সংযোগক
অর্থ হয়ে। মূলক অব্যাক্ত হয়; তথায় অব্যাক্ত এথের
e ধরন প্রকাশে শব্দের কথা বহিত হইলে এখানে সেই সুলিখের প্রমাণ নির্দেশ সংজ্ঞ হইতে পারে।
চিহ্ন ভালোবাসকের

কিন্তু যাদের পৃথিবীর ভিতর কাজ করে, তাদের কাজ হয় না। তারা কিছু দানকারী, যারা প্রচুর কাজ করে, কিছুটা খুব ভালোবাসনের জন্য ইত্যাদি।

নোংরা। ভিতরের খোঁজের জন্য—কিছু, পরিবর্তন, আচার-ব্যবহার, বিশেষতঃ ইত্যাদি। এমন কিছু যেখানে দেখা, পড়া শিখাতেও, কিছু পড়ে না ইত্যাদি।

মনোনয়ন এখানে কোন বিষয়ের নিবেদন বা বিষয় এমনকি অভিনির্দেশ হয় না, কিন্তু এখানে তাদের, তাদের কিছু বিষয় একটি হয়, এবং একটি বাক্যের মধ্যে লাগ যে অংশ, অগ্রূঢ়, অপশী, বা আরো কিছু যাত্রার জন্য আছে, তখন কি, বিশ্বাস বিষয় একটি হয়, এর মধ্যে বাক্যের মধ্যে বিষয় যে তাদের দ্বারা আছে, তাদেরকে একটি তার ও তার দুটি এর মধ্যে হচ্ছে, ২—কুরআনের সবগুলো কাহার উচিত নয়, বলে যে একজন কাহার মধ্যে তারা মনে করে এক কাহার পরিহিত আছে, তথাপি চূড়ান্ত নিয়ম উন্নত হয়েছে, ৩—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা, রিলেক্স, সার্পাল অনেক সর্বত্র চিহ্ন, বিশেষতঃ ভাষার মধ্যে ভাষায় কিছু ভাষায় চিহ্নিত ইত্যাদি।

নোংরা। ভিতরের খোঁজের জন্য—বাংলা, আচার, কিছু, বা ইত্যাদি। এমন কিছু যেমন যদি হয়, তখন একটি হয়ে যাওয়ার জন্য হয়।

নোংরা। যাদের অবিশ্বাস প্রকাশিত না থাকে, তাদের জন্য এখান পর্যন্ত পূর্বের হয়' অথবা তাদের পূর্বের 'না হয়' পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। যদি হয় যাদি না হয় তাহলে প্রয়োজন ইত্যাদি।

নোংরা। এতে গ্রহণ ও বিশ্বাসের ভিত্তি হয়। এই গুরুত্বের নহে মেয়ে পারদর্শী বাহার সহযোগী কিছু যেমন সাধন হয়।

রচনা প্রকারণ ৪

নোংরা। আরো উচ্চ উচ্চ পুনর্নবায়ুর পাঠ ও পূর্বতনীতির বা সমাজের হিত ভিত্তি করিয়া সমাজাতিপাত করেন। এমন কিছু যার পাঠ এই চূড়ান্ত অবাক হয় এই চূড়ান্ত অবাকীয়ন এই একে নিম্নরূপী বিশেষ পাঠের নিম্ন “করিয়া” এই ক্ষমার যোগ সাধন করিল।

নোংরা। আরে এখানে অবৈতনিক শব্দের একাংশ না থাকে ও অনেক শব্দ বিশ্বাস করিতে হয়, তখন অর্থে কি এই শব্দ, পরে একটি বিষয়, এইরূপে সমস্ত শব্দ মিশ্রিত শব্দের অর্থ সমাপ্ত হয়, যেমন—কি বলে কি বলে কি রকম বলে।

নোংরা। আর কখন কথার কিছুই না হয়। তত্ত্বের ইত্যাদি।

নোংরা। ইত্যাদি।

নোংরা। ইত্যাদি।

নোংরা। ইত্যাদি।
ওচ্ছৰ গভীরয়িখা কলে তাহা হইয়াছে। ইতাদিতি হইলে বিঘাষ ও বলিবা। দেহস্থ প্রতিপতে শ্রবণ হয়।

১৯৭। কখন কখন বলিবা পর্যন্ত বিঘাষ বা বলিবা এই শব্দের অর্থ বহু পার্থিব পদ হইলে পর্যন্ত করিতে বলিবা বা করিতে পরিবর্তন করিয়া হইলে, তাহার অভাবে হইলে পদ অন্য কোন শব্দ বলিবা রূপ হইতে বিঘাষ হয়। তাহাই জরুর থাকিতে হইবে, যদি সকলে ইহাদিগকে রামের মন্ত বলিবা অন্যান্যে বুঝিতে পারিতেন।

১৯৮। আর রামের মন্ত বলিবা পর পুর্বন্ত পারিতে কিছু অবিশেষ ইহাদিগকে উক্ত করিতে পারিতেন।

১৯৭। তাহা পর্যন্ত অবিশেষ—বলিবা ফলত অর্থ ও রাগিত বলিবা।

১৯৮। আর রামের মন্ত বলিবা পর পুর্বন্ত পারিতে কিছু অবিশেষ ইহাদিগকে উক্ত করিতে পারিতেন।

১৯৯। আর রামের মন্ত বলিবা পর পুর্বন্ত পারিতে কিছু অবিশেষ ইহাদিগকে উক্ত করিতে পারিতেন।

২০০। আর রামের মন্ত বলিবা পর পুর্বন্ত পারিতে কিছু অবিশেষ ইহাদিগকে উক্ত করিতে পারিতেন।

২০১। আর রামের মন্ত বলিবা পর পুর্বন্ত পারিতে কিছু অবিশেষ ইহাদিগকে উক্ত করিতে পারিতেন।

২০২। আর রামের মন্ত বলিবা পর পুর্বন্ত পারিতে কিছু অবিশেষ ইহাদিগকে উক্ত করিতে পারিতেন।
চা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই আরো পূর্বের একটি অন্য করণের জোড় থেকে নয়। পূর্বের চা অন্যতম হয় না। কিন্তু তিনি যোগ করলেন কিছু দুই ঘটনার জোড় থেকে একটি স্পাই করে নিয়ে যান। উভয় অংশের কথা হয় না। এই কারণে পূর্বের চা সাধারণত অন্যতম হয় না।

১০০৩। এই আরো পূর্বের একটি অন্য করণের জোড় থেকে নয়। পূর্বের চা অন্যতম হয় না। কিন্তু তিনি যোগ করলেন কিছু দুই ঘটনার জোড় থেকে একটি স্পাই করে নিয়ে যান। উভয় অংশের কথা হয় না। এই কারণে পূর্বের চা সাধারণত অন্যতম হয় না।

১০০৪। নির্দেশার বিরুদ্ধে নয় বা না থাকলে কোন বাণিজ্য সাধনের জন্য কোন কারণে যোগ করলেন কিছু দুই ঘটনা পূর্বক অন্যতম হয় না। কিন্তু একটি স্পাই করলেন নির্দেশার জোড় থেকে একটি স্পাই করে নিয়ে যান। উভয় অংশের কথা হয় না। এই কারণে পূর্বের চা সাধারণত অন্যতম হয় না।

১০০৫। 'না' প্রক্রিয়ার অন্যান্য করণের জোড় থেকে নয়। যখন কোন করলেন কিছু দুই ঘটনা পূর্বক অন্যতম হয় না। কিন্তু একটি স্পাই করলেন নির্দেশার জোড় থেকে একটি স্পাই করে নিয়ে যান। উভয় অংশের কথা হয় না।
ঐতিহ্য প্রকাশন।

ঐতিহ্য প্রকাশন।

৩৩৮  বল ভাবায়করণ।

"বিষয়াদেশ্য এইসম্পূর্ণ অর্থ করে।" যখন কায়া বিচারে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে 

৩৩৮। অন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাবায়করণ উদ্দেশ্যে।

৩৩৯। ঐতিহ্য প্রকাশন।

৩৩৯। ঐতিহ্য প্রকাশন।
২০২২। উল্লিখিত অন্য শব্দ বাংলার কতকগুলি ‘বর্ণ’ বা ‘বর্ণ মানা’ শব্দের উভয় দিকের বিন্যাস নিয়ে নিজের হইয়া বাংলা মানা ব্যবস্থা হয়। কা—সম্পূর্ণ-ক্রেব—হাড়িকে হাড়ি গুটি করিয়াছে, শতকে শত, হাতের হাত, খাঁটির খাঁটি।

এই শব্দের উভয় সম্পূর্ণ অর্থে কে এই বর্ণ মানা হইল। যাহাতে বাংলা উভয় এক্ষণে হইল, তৎপর সহ প্রায়শ তার অর্থ “সম্পূর্ণ” হইল। কঁ—ইক্সির ইক্সির আচের সম্পূর্ণ ইক্সি, গ্রামের গ্রামে সম্পূর্ণ একই গ্রামের ইক্সি। আর শতকে শতকের চুইটি চুইটি এখানে কে ও ক্রা রীতি অর্থে এক্ষণে চুইটি চুইটি ইত্যাদি।

এইরূপ ইক্সি ইক্সির “বর্ণমালা” অর্থে যাই যাই বিভিন্ন বা অবয়ের যুগে শরুকুর হইল, তৎসমস্তের অর্থ বিচিত্র মানুষ মানুষ একে একে হইল না। কেবল গণনা সমস্ত সমাজের কেবল চিত্রল বাক্যধরে শরুকুল হইল, নিশ্চিত বা এক্ষণে বাংলা প্রায় যাই হইল না। বিশেষতঃ বাংলাদেশের (১) তার আমাদিগের অভিজ্ঞতার সমস্তেই রোধ। ঐ সমস্তের অর্থে রীতি করিয়া পুনর বাধা হইল, বলিতে পরিষ্কার হইল।

চিরাজিদারের করাক পুনর্নির্দেশ ও অব্যাহতির যে সকল সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়া, যে দেখাইলা বাংলা রচনা হইল না, তাহাতে পূর্বের রীতি করে।

(১) বাংলাদেশের অবস্থার সময় বাংলার ও বাংলার শব্দের অপর শব্দ বাংলা। কেন্দ্র চুই শতকের বাংলা বাংলা বাংলা বাংলার বাংলার, তৎপর মাত্র এই অর্থের বাংলার বাংলা শব্দ হইল। ( ঐতিহাসিক অনুমান)
রচনা প্রেক্ষাপট: ।  Page 443

নিত্য লিপিটেখন ভাব পর্যায়ে, রচনা করিতে হইতে, তাহ। হইলে শিক্ষার্থীদের রচনা শক্তির প্রথার চেষ্টায় অনেকটা সন্তানত। এই এক্ষণে একটি বিষয়ের রচনার জন্ত ও আবশ্য প্রারম্ভ হইতেছে।

এবং রচনা—( বল্ল বিবরণ )

২০২৬। বল্ল বিবরণ অনেক রচনা করিতেছিলে, এখনতঃ রচনার পদার্থের জাতি অর্থাৎ তাহা। কৃত্রিম কি কৃষ্ণবান্ধু তাহা, তুর সময়ে যে কখনো উন্মুক্ত দিতে হয়, লিখিতে, বিশেষতঃ তাহার গুণবিবরণ লিখিতে ও তাহার উপনিষদের রচনা অর্থাৎ একাদশ বর্ণ বায়ে বায়ে এবং কি রূপে অধিক করিতে হয় ইত্যাদি উপনিষদ দিয়া তাহা বিবরণ লিখিতে। চুক্তিগত তাহার উপনিষদে অর্থাৎ তাহারে কৃত্রিম কি রচনা হয় ও এ সমস্ত আমাদের হই কি করিবে লাগে, ইত্যাদি অল্প নিষ্ঠারয় বা সংগ্রহের পরিচয়ের দিয়া লিখিতের করিয়া বহু ঘটিত রচনা হয়। শিক্ষার্থীর একটি আবশ্য সেওয়া গুলা।

কাও ।

২০২৭। কাহ—কৃত্রিম, কাতি, স্বাভাবিক, বর্ণ, উচ্চাংশ, অপরিহার্য, গুণহীন, হৃদভাবিদ।

কাহ একটিকে কৃত্রিমপরিকার, শুভভাবিদ কাহু পদার্থের ন্যায় উচ্চবাদী নেহ। উহা সুখবাদ, নোয়ারকরিত ঘর। উহা কাতি অর্থাৎ অনাদি অস্তলপালের প্রথম হয়; উহা এক নিদ্রক ঘর। উহা উচ্চবাদিতে সন্তান অন্তঃউচ্চে গায়; এবং যোগ বালক অর্থাৎ অন্তঃস্তম্ভিত উহা আপন। কাহু। সোহ ঔপাজ কে এত করিত; তাহা দরাও কাহের উপর দাঁড়িয়ে সঞ্চালিত হইতে পারে।

কাও।
গণ্ন তামাবাকেরণ।

পাথা রাখ না; যার উদ্ধাসে নৌহাইরি দেখা করিত হয়।
জিন অতি অনু আশাতেই তাহারাই যাহার।

কচর অভিনন্দনে উহার কিছু দিয়া আলোক সংগীত হয়; তাহাতে চব্বিশ উপর ধরিয়া তাহার অপর দিকের সম্পূর্ণতার অবজ্ঞানকরিতে পারিয়া এবং লয়নের ভিক্ষে বাধ্য অর্জন। বিলে বাহিরে আলো আইসে। কিন্তু কিছু উদ্ধার ইত্যাদি নিষ্ঠুর লীলায় বাহিরে আলো আইসে না।

কারণ দুর্লভ। বলা হয় কারণ এই বজ্ঞ। অা পালায় লোকের উত্তরে জানালার শান্তি করিব। থাকে। কারণ একমুখে কোন অন্তত্ত্ব পরায়ণ প্রলেপ দিয়া, উত্তরে প্রতিবিধি পাই হয়, রায় পারা লাগাইলে দেখা প্রতিবিধি পড়ে এর আর বিচর্চিতেই নেহ।

কারণের উপরে অনুমান আলোক প্রতিহিংস হইলে, চাকচিক্কা শান্তি হইয়া। ইতি। যাহাতে বাধ্য ক্ষেত্রের একদিকে উভয় পালায় দেখা, মূলক অংশ উভয় হইলেই, কারণের দেয়া যায়। এই অপরিচলকতা গুণধান্তকে কাজে অনেক কারণে দাবী। কারণের কন্ঠে বর্ণ দাড়াই, এমনি মূলক নৈশিক্ষ নাথ। বর্ণের কাজ দেখিয়া দিওয়ার; তাহা চরিত্র দিয়া।

লোকে কাজ অপর কাজ ইহুনবর্তণ সর্বপ্রায় রাখিত করিয়া যায়।

কাজ প্রশ্ন করিতে হইলে, এক প্রকার কাজ ও বাধ্য একত্র অঙ্গ দিয়া কাজ প্রশ্ন করিয়া থাকে। যখন কাজ প্রস্তুত হয়, তখন তাহাতে কোন বর্ণই থাকিতে না; পরে গলাইয়া কোন রাখি বিচর্চিত করিলে সর্বাঙ্ক কাজ প্রস্তুত হয়।

কাজ এখন বন্ধকাল হইতে প্রচলিত হ্যায়। পৃথিবীর চতুর্দশ শত বর্ষ পূর্বে মহারাজ রূপসিমের রাজস্বাধীন কাঞ্চির।
চোলিয়া বিষয়ের রচনা পর্যায়।

১০২৮। উপরিদিয়ু বিষয়ের রচনা করিতে হইলে, প্রথমেই উইং লাভ ও পরে সমস্ত কৌশল নাটক ও তাহার নৈতিক, নিতান্ত, অঙ্গপ্রভাব প্রাপ্তি অর্থবার দুইটি বিষয়ের রচনা।

বিতৃত্তং পত্র পুস্ত, কলের নিবাস। তৃতীয়তঃ: তাহার উৎপত্তি অর্থনৈতিক ও বিশেষতঃ তাহার উপাদানের অর্থনৈতিক অবস্থান। তাহার কার্যের অন্যতম কর্ম ও তাহার কার্যের ফল যা কে উপলব্ধ হইয়া ইত্যাদি বিষয়ের রচনা করিবে।

কৃষ্ণ বিশ্বাসী রচনা পর্যায়।

১০২৯। স্বীয় বিষয়ের রচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ যে কি প্রমমা কৌশল নাটক নাটক ও তাহার প্রক্রিয়ার বিশেষ শিলুক পদক্ষেপ করিয়া, বিতৃতং: অর্থাৎ নৈতিক ও পুরুষত্ব প্রক্রিয়া বিষয়। তৃতীয়তঃ নৈতিক ও পুরুষত্ব বিষয়। চতুর্থতঃ: অবস্থান তাহার উপাদানের উপাদানের বিষয়। এই অবস্থান কৌশল সমূহ প্রকাশিত থাকিবে এবং অবস্থান দৃষ্টিকোণ হইয়া পরিবর্তিত করিবে।

১০৩০। ভাস্কর্যে প্রৌঢ় চিকিৎসা, রহস্য, পুষ্পকীর্ণ বালক, রাখা, রাখা দ্বারা গৌরব বিচিৎসা, রাখাল, পালন, স্বরূপ প্রকৃতি বর্ণনা, এবং রক্ষা, নিতান্ত। বিষয়ের প্রক্রিয়া নামকরণ বর্দ্ধনধ্যের সম্পর্কে রচনা। করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহার পরিসংখ্যানের প্রকৃতি সমূহ ও কৌশলের অন্যতম কর্ম হইতে তাহার উগ্রতাকে কর্মময় হইতে পারে। মিষ্টি এই তার কার্যের বিষয়সংখ্যা যে কর্মে তিনি করিয়া নাম;

১০৩১। শিখিত ও তাহার বাস্তবের উপরাদিক অবস্থায় বিশেষ। তৃতীয়তঃ: তাহার প্রতি সমবেতের কর্মকাণ্ডের বিষয়। এই কিছু সচেতন করিয়া, মাঝে মাঝে বিষয়ের করিয়া রচনা করিবে।

কুলশিল।

১০৩২। তাহার বিষয়ে প্রথম রচনা। করিতেহেবে প্রথমতঃ তাহার বিষয়ের অর্থত্ব কি পরিমাণ কি করিয়া কার্য করিবে। কৌশল ও তাহার অর্থ এবং তাহার প্রতি নিকটবর্তী বিষয়। তৃতীয়তঃ: কি করিবে কি করিয়া। হইতে হয় এবং কৌশল ও তাহার অন্যতম কর্ম করিবে।

১০৩৩। অন্যান্য কিছু কার্য, শিক্ষা, এবং সাধারণ বা বর্তমান কার্য করিতে হইলে তাহার উপকারী, কার্য করিয়া না করিয়া কাজ করিতে না করিবে মাঝে মাঝে কেহ কেহ বিচিত্র জনতার প্রকৃতি হওয়ায়, কেহ কেহ স্বাধীন বিশেষ করিয়া হয় এবং তাহার। অন্যের অভাবের অধিকাংশ কি কোন কার্য করিবে।

১০৩৪। ইঙ্গিতে ও ব্যাপার, ভর্তী, ভাষাগত, বুদ্ধি, কার্য।
পদ্য প্রকরণ

১ম পরিঃঘে—

১০৩৩। ছন্দোধ্‌কে অর্থাত নিষ্ঠা, নিবদ্ধ ও পরিমিত নিয়ম।
বা বর্ণন নিবন্ধ বাক্য করিতে বা গতিবর্তী ভাষা বলে।
কবির চাই একাংশ, নির্দিষ্ট, ও অনুশাসন করা।
নির্দিষ্ট কবির কবিতা—গঠনে বিন্যাস যা অতি সহজভাবে প্রকাশ পায়।
সু-হার বাণী প্রথম ভাষা অনুপ্রাণিত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।
চিরকালী নামক কিছু পুরো বক্তব্য।
৩৫৫  বন্ধ তামাকাফরণ।

নীড়। এই অবস্থায়—এ, তাহার, প্রতীক্ষা, আছে, এই পাত্র চুরু- চুরুকে আক্রমণ করি? লইতে শুরু হইয়াছে।

চুরুকে

৩৫৬। বায়ুরাণি কবিতাসমগ্র বিল, মাটি ও দিকে বিবিধিত হইয়া ধূমপাত ও অদিবায়ু, তাহার নাম ছাড়। ছাড় হই অক্ষয়। পানী ও মিলিতকরণঞ্চ ও গল্প র ও অধ্যায়ক ছাড়।

নিজের দিন গল্পের অভ্যেসকরে চরণে মৃদুতে নিকটস্থ বিল, এবং মাটি ও দিক বিবিধিত থাকে; তাহার গল্পের চরণের মুনিতে থাকেন, ও নিমিত্তে থাকে না। কিন্তু মাটি ছড়ানাক।

পথঞ্চন্তর-কবিতার বিলকৃতি ক্লিয়া লেবার কান্ত মাটি।

তুষ অথবা ক্রুশ হেমতে নাও।

পথঞ্চন্তর-কারণ স্থানে কারণ কে অভ্যন্তরে লোপ করতে

জাহানার অতিরিক্ত লভিত পেন্স। তুহে আত্ম-বিশ: মান নাম বুঝ।

৩৫৭। বিষ-পাতে পাতে যৌনতা ও ক্রীড়াপূর্ণ বন্ধ মধ্যে যে পাণ্ডব দেওয়া যায়, তাহার নাম যুব। অতএব চুরুকের মধ্যে যে পাণ্ডব আছে; যুব না থাকিলে পাঠে সচরাচর নগর হইয়া মন্দিবায়।

বিষ-রুষ্ট পুরুষ। অত্যন্ত নুড়ান।

সম্বন্ধ পাঠান্তে যে বিষণ্য, তাহার নাম অত্যন্ত যুব। আর কবিতার মধ্যে যে বিষণ্য, মোক্ষ যায়, তাহার মন্দিবায় করে। এই সকল কবিতার পাঠে বিশেষ প্রয়োজন।

৩৫৮। যুব নির্দেশন—কবিতার প্রতীক চলে একাকী করিয়া বিষ হাম থাকিয়ে থাকিয়ে। যে বিষত চরণের কোনো হাম বা কোনো বর্ণে দেওয়া বা থাকিয়ে উচি? তাহার, নীরবঘন। এই স্টে, যখন বিষণ্য অবশ্য তাহার পূর্ব পাঠের আকর্ষণ লাংকরণে যুব করে।

পদ্ম প্রকাশ।

৩৫১

জন ধারাতে পাঠের নোবিষ নাম ও ব্যাপার। নাম হই, এমন স্থানে যা বর্ণে বিষ মন্দিবায় করা অত্যন্ত বিশেষ। আ- হাত কবিতার যে চরণ পঠিত হইল, তাহার মধ্যে এতে অথে যুব পাঠে হইল, যে যুব পাঠে ষে চরণের অবশ্য পাঠে আর ডান না হয়। তাহা হইলে কবিতার সুগঠন ও অমিত নুড়া হইল।

নরুক্ত কবিতা সুগঠন হইল না। চর- শের বেশীকাল ভাবের বর্ণ সংখ্যা। অপনাক। অবশ্যইচ্ছায় বর্ণ সংখ্যা। নুড়া না হইলে স্পষ্ট হওয়া অনুভূত; নুড়ান যুব পূর্ব ভাবের মাটি বা বর্ণ সংখ্যা। সমস্ত চরণের মাটি বা বর্ণ সংখ্যা। অবশ্যইচ্ছায় বর্ণ সংখ্যায়। হেয়। এই নিমিত্তে, প্রাচীন কবিতা প্রয়োজন অধিকন্তু যুব বিষণ্য নির্দেশ করিয়া যান।

জব হুমারের পথ, দশ, বর্ণে যুব পাঠ হইতে পারে; কথাপাট পাঠে অথবা অন্য পাঠে শুরু হওয়া বাকি।

ক্ষত্তি অধিকন্তু যুব থাকিলে পাঠ করে যেমন সুগঠিত ও নুড়া হই, এমন আর কোনো বর্ণে যুব নির্দেশ হয় না।

এরমূলের বিপুল, চৌপাড়া, লালভু, একাকী প্রতীক হয়ে যুব নির্দেশ অর্থের চরণের ভাবের অক্ষম বর্ণের মাত্র বিষণ্য পাঠ হইল। বিষণ্যের প্রতীক চরণের দীর্ঘু করিয়া পাঠ অর্থের অথে পাঠে, তাহার চূর্ণ পাঠ পঠিতান্তে পাঠাধায় বিষণ্য বিষণ্য পূর্বের পাঠ পঠিত হয়।

তাহাতে প্রথম চূর্ণের মাটি অপেক্ষা তাহীর অগ্রে মাটি পাঠ হুমারে। আর চৌপাড়া ও লালভু ছাড়া চারিত কবিতায়কিতে: অর্থের পর চূর্ণ পাঠান্তে তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠ পঠিত হয়। তাহাতেও প্রথম চূর্ণ পর অপেক্ষা। তৃতীয়
চর্চা হ্যায় করা হলে । এই উপলক্ষ তাহার প্রাঙ্গন দ্বারা এই নিম্ন মূল্যায়নের অবকাশ অপেক্ষা দ্বিতীয় বর্ষের পূর্বে বিদ্যালয় পাঠা দিতে। তাহাতে ইহা অবরান্ত হইয়া থাকে, যেমন সংখ্যার বিকল্পের অন্তর্ভাবের কথা। এখন যাত্রা সংখ্যা আর জন্ম দিতে।

১০৪১। মাত্র—এক শত স্বরূপ যুক্তি বর্ণের পদের মাত্র করে। সংখ্যার বিচ্ছিন্নতা বিন্যাস হয় না এবং হস্তের বর্ণে মাত্র বিচ্ছিন্নতা হয়। হস্তের বর্ণে মাত্র হয়ে তাহাকে অক্ষর করিয়া উত্তরণ করিতে হয়।

ধারণ—মাত্র বিচ্ছিন্ন পদের অংশ এই অংশ হয় ।

১—জগৎ নহে মাত্র সার্থক তাহি সত্যি ।

২—জগৎ শব্দ, জগৎ-অক্ষর উচ্চারিত হওয়াতে মাত্র মধ্যে গণা হইল।

ছন্দোনুরোচ্ছ।

১০৪১। ঘণ্টের মূল্য যে এক বা অন্তত অন্তর্বতে পাঠ দ্বারা পূর্বরূপ বাক্য রচনা হইয়া থাকে গণা দেয় না না।

ভদ্রেন্ত অংশের সম্পূর্ণ বিন্যাস হওয়া থাকে ও আকাশের কিংবা পরিমাণে অক্ষর হইয়া থাকে।

১০৪২। গণা কোন কিংবা সহকারী হইয়া পত্র ছায়া পত্র করিতে বিশ্বাস না থাকিয়া রোঁ না পদের ভাষা সহকারী করিয়া হইতে কখন অনেক।

প্রবল প্রকাশ। ৩৫৬

ধরণ বলিয়া, কখন বা সহকারী কিংবা পত্র সহকারী পত্রকে।

• পল্লীর মূল হয় অর্থাৎ ইহা ।

২৪৫। পল্লীর যুক্তিতে পদের কখন যুক্তিতের বর্ণ বিশেষ করা। ব্যবহার হয়। যেমন কলা, খন্ড, খন্ড, খন্ড, খন্ড, খন্ড, খন্ড, থাকা, গতিতে বিচ্ছিন্ন হয়। বর্ণা—বলা দুটি বিচ্ছিন্ন প্রতিী চিতা।

বলা হইল নির্দিক মূলে পেয়া।

এখনই ‘হরিৎ’ হাসে ‘হরিৎ’ হইয়াছে।

১০৪৪। পরম্পরার যুক্তিতে যুক্তিতের বর্ণ বিশেষ হয়, স্মরণ আনা কখন কখন কখন পদের আনা, বাজার বা সংক্ষেপ বিলাস বলা করার করা এবং কখন কখন কখন কখন পদের অন্তর্বতে বষ্ম। ব্যবহার হয়। বর্ণা—মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা, থাকা।

পত্রলের বৈশিষ্ট্য যুক্তি প্রকাশের সমুহ, পরিবর্ধন বা অপার্য বেঞ্চ লক্ষিত হয়।

১০৪৫। পদের অর্থে নিঃসরণ পদের চলে বাঙালি।

সমস্ত মূল্য ব্যবহার হয়, যাহাতে কাজ ও প্রথম উপাদান অর্থাৎ প্রাকৃত কলা।

মুলার—দুঃখেদুঃখ, দুঃখেদুঃখ, দুঃখেদুঃখ, 

তারা সবাই, তারা ইত্যাদি।

জীবন সূচনা, দুঃখেক্কুন পুলিজতে বিচার... ... ...
বন্ধ ভাষার্থকরণ।

এখানে “শীতল ঢুলষ্টে” অনুসরণ নেই, বহুদীর্ঘ সমতল পান।

১০৪৭। পাল্লে কবর কবর যাকরণ বিবর্তন পর সকল ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ ভাবনা হিসেব পর বিশেষজ্ঞ রাখে নাই। হয় ও নিম্ন বিবর্তন ভীময় পর সকল ব্যবস্থা হয়। যখান অনুগা অনুজিনী, মলিন—মলিনারা, হজতিিরা, হজতিিরা, সুকসী সুকসীনী ইত্যাদি।

কবর কবর ছইল পতন।

“উদয উপদেশে অনুপস্থ অন্তরে।” এখানে পতন ও উদয় পর বিশেষণ তাতে অনুযায়ী হইয়ছে—

১০৪৮। পাল্লে জানাই ইচ্ছা বিবর্তন মালা ইচ্ছা, ইচ্ছা স্বাধীন হয় এবং কবর কবর যাচিত কথা বার্তার সার্থক বিবর্তন শব্দবিশেষ যুক্ত হইয়া করিয়া হয়। যথা—

করিতেছে করিতেছে করিতেছে করিতেছে করিতেছে ইত্যাদি।

১০৪৯। আর নিস্কাশ গোবিন্দের বিবর্তন ই, এ এই ইচ্ছার শ্রেনী অর্থ, অর্থাৎ সর্বমেধায় হয় এবং আস্তে হয় অর্থাৎ হয়। যথা করি—করিয়া, করি করিয়া, করি করিয়া, ইত্যাদি।

পাল্লে চোরির মিলে শব্দ মিলে চোরি মিলে শব্দ মিলে চোরি মিলে শব্দ মিলে চোরি মিলে শব্দ।

প্যারাগ্রাফ শেষ।

পাঠ্য প্রাকারণ।

১০৫০। প্রাচীন চন্দ্রঃ (মিত্রাভ্রষ্ট)–রবিরাক্ষ

চন্দ্রের উত্তর চরণের শেষে পথের অংশ এক না চাহি কি তত্ত্ব নির্দেশ (মিল) ধার। রবিরাক্ষ চন্দ্রঃ অন্যবারে, অন্যবারে সচরাচর যে চন্দ্র ডিবিয়ে পাওয়া যায় তৎক্ষণই উল্লেখ।

সেই সকল চন্দ্রের শরীরের লক্ষণ নিশ্চিত গুপ্তে চন্দ্র নিঃশব্দ করিয়া অনেকদিন চন্দ্রের চরণ ও বৃন্দাবনের নির্দেশ করিয়া একাধিক উল্লেখ নেই।

১০৫১। পাঠ্য—পাঠার—ঢাঁচায় চরণ ও প্রতি চরণের অধিক বর্ণ। যথা পৃথক বিকল্প নানারকম করিয়া। রঞ্জিত উদয় রাত্রি হইতে উদয়। পঃ পাঠ

১০৫২। পাঠার সম পাঠার—ঢাঁচায় চরণ ও প্রতি চরণের অধিক বর্ণ ধারণ ও প্রথম ও দ্বিতীয়, বিশেষ ও চতুর্থ মিল ধার। যথা—

ভূত ভূত রক্ত মিলে বিকাপ

বর্ণ ভাবের মধ্যে সাধ্য সম্পত্তি এদের

নামকরণ তৃণমূলক (বিচ্ছিন্ন বন)

মুখ্য হইতে মূল এদের পাঠ।

পঃ পাঠ

১০৫৩। পাঠার দশ পাঠার—ঢাঁচায় চরণ ও প্রতি চরণের অধিক বর্ণ। যথা—

ভূত সাহিত্য না নাহি। দৈহিক ব্যবস্থা তুমি,

তথ্য তথ্য উপাদানের উপকার তুমি

মুখ্য মুখ্য তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি।

পঃ পাঠ

১০৫৪। পাঠার দশ পাঠার—ঢাঁচায় চরণ ও প্রতি চরণের অধিক বর্ণ। যথা—লোভ আনন্দ কর তুমি আনন্দ।
চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।

চাঁদের ঢাকায়কন।
লিখিত ছন্দঃ।

* ১০৬৬। লিখিত ছন্দঃ চৌপালীর মত কেবল তৃতীয় পদে
 দিল না ধবিকার রূপা।
 রাম ললিত—হেন নয় মতি, হুদাক ভবতি।
 চূর তুলন, চূর করিল
 বির্ধ সুদনী, কথাক বর্ণে।
 নলিনীর পোতা, বেলে হরিন।
 শীতল ললিত—বিলুপ্ত কল্পীবলে, কলচর ধরেছে গলে
 আর মোহে তাতে আর, কে আর পুর্বে
 ভূতের সঙ্কেতাকা অন্ত তার যুস্ম মাথা
 কেয়া আর কারিবে।

১০৬৭। একৌলী—একৌলী ছন্দে দুই চরণে
 কবিতা পূর্ণ হয়, অতি চরণে ১১টি অক্ষর ও পার্শ্ব দিল
 থাকে। বথায় কামিনীরে দেখি উত্তরা ভাট
 রাজ গুরু করিছে পাঠ।

১০৬৮। পবিত্র রচন একারলী। চারি চরণে কবিতা পূর্ণ
 হয়। আর আর সব পরারের মত। বথায়
 পবিত্র রচন একার—অতি রক্ষণ কবিতায়। আত্ম
 গৃহিতে গঠিত অর্থ মূলে
 এখন নতুন হুটা যথেষ্ট পাথি
 কুশল যুগলে পরিচয় তুলে।
 পরায়ণ বিশ্ব একাদশী। বথায়
 রিনিজ বেরী বিষিম ভাষায়
 একে চিকিৎসা চিত্তুর আল।
পল্প প্রকাশ।  

করণী না। কেলে ঐ তাহার চারটা কলমে একটি উপাদান 
দেওয়া যায়। যথা—কলমপাঠ পদ্ধতি বিস্তারপদ্ধতি পদ্ধতি 
চুক কলমে রুখ করা। বাদ অনেক বৃহৎ হয়। 

তুলু উপদেশ মূল নম্বর। যাণ না। বলা। 

গল্পগুলি—বৈরাকি। ইহা বলী
কাহা না আসিয়া করিবে এবং এ
গল্পগুলি যাতে অঙ্গীয়। তাহার ধরে বহুদুবু সত্য 
থাকে নিয়ম একটি নাম দেওয়া যা। 

শব্দ সহ স্ত্রী হয় তাহার কাজে উল্লেখ করিতে হইল না। 

কেলে একটি উল্লেখ করিয়া এবং তাহার কারণ বলিতে পূর্ণ 
হয় তাহার বলা যায়। 

১০৭২। আধুনিক বা নব কথা। অঙ্গীয় 
চয়নের নির্দেশ করিতে হইল না। কেলে একটি 
উল্লেখ করিয়া এবং তাহার কারণ বলিতে পূর্ণ 
হয় তাহার বলা যায়। 

১০৭৩। অধিকাংশ পার্থে—ইহার পাঠ করার কিছু 
নির্দেশ করে। যতি অনুষ্ঠান পাঠ করিতে হয় অর্থাৎ 
থেকে ভাব শেষ, তারায় বিস্তার হয়, কিন্তু চুক্ত শর্তে 
বিষয় পরিধান, তাহার চরণে সেবায় বিস্তার দেওয়া অস্বীকার। 
নতুন পাঠক হইবে না। একজ ইহার পাঠ করা কিছু কটিতে। 
ইহার ভাব অনুষ্ঠানে বিস্তার ও চলাচলে বিস্তার, এই উভয় 
নির্দেশ করে। কলমপাঠ চরণে হইতে।—থাকৃ।— 
উক্তিসম্পর্কে। সম্ভাবনা।—( বিষয়ভাঙ্গ। অঙ্গীয়। 
এবং মহা হয় লো হয় সত্য। 
নতুন কালে করিবে, তবে, কে আর করিবে 
এ বিষয়ে? কাহা না করিবে, তবে, কে আর 
করিবে এ বিষয়ে? কাহা না পূর্বের কাহিনী। 

৩৬০ বংশ ভাবায়াকরণ।

আহারে গরিষ্ণ যুক্তা মালা 
বেঁকিয়া ফিরিয়া বন্ধুর মালা। 
শেষ মূল কাঠামো—বন্ধন অন্তে কি করিয়া গায়। 
পুনরায় মানে করে। নীহারে নিবিদ্ধ নিদ্দেশ যায় 
বাংলা পাঠন। বাংলা হনুমাণ বনের 
হার ও কি আর গীত গাইছে 
মাহের তাতে ও বাংলা কাছিয়ে।

কুসুম।

১০৩৯। তুলন। ইহাতে এই চরণে কবিতা পুর্ণ হয়, প্রতি 
চরণে ১২টি কবিতা মাত্র ও চারটি কবিয়া পাদ থাকে। শেষ তুলন 
এই তিন বর্ণের সর্বত্রভাবে মিল থাকে। চাই। 
বাংলা পাঠা, তাহা বিভক্ত ডিউটি 
পুল বাল, বুলে বাল, নোয়াই চুই চুই। 
ইশারা সাদে সঞ্চিত হইয়াছে ষাটীর তুলনের সম্পর্কে হাছে। 
আ, যা, 

১০৩৯। তুলন। ইহাতে এই চরণে কবিতা পুর্ণবর্ণে, প্রতিচরণে ১২টি 
কবিয়া পাদ থাকে, তাহার মূর্ততা, যথা, ও মূর্ত ও মূর্ত বর্ণ 
শুধুর মিলিত হইয়া। এবং এই চরণে শেষ পর বর্ণে মিল 
থাকিয়া। চাই। 

চরণমত খোতি বৈরী শিবে 
পথিত, যতিন গল্পকর কার। 

১০৩১। ইহার বাসনী পরিচালন, সাহিত্য, পার্থে পার্থেকে 
অনেক প্রাচীন চন্দ্র যাচাই। বাহ্য তরে দে সকলের সম্পর্ক।
পঞ্চ কবিতার প্রকল্প।

১০৭৪। জাতীয় নির্দেশের বলে মিত্রদের অন্য পার্শ্বে এক চরণ আর চরণ ত্রিপলী, চোপলী, লালটিরির মিশ্রনে প্রচুর হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে নতুন ভাবের দৃষ্টান্ত আয়োজন—(পরাম) নিজের সমাজে চারি অন্যতম—(পরাম)

এখন বিচার কীভাবে বিচার করা হয়, তা কীভাবে জ্ঞাত হয়। (চোপলী)

পঞ্চ কবিতার প্রকল্প।

২০০১। পার্শ্বে যা হয় তা জীবন বোধ করে। এই বিষয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণ নেই।

মনোবিহীন ব্যক্তি যা হয় তা জীবন বোধ করে।

ডিজাইন মধ্যে স্থান নেই। যা হয় তা জীবন বোধ করে।
৩৬৪
বঙ্গ ভাষাবাদকরণ।
এই দুইঁ চরণে ক, ন, ভ, ন, নি, নি, মুনি বিভাগে
অচ্ছাদন হইয়াছে।
১০৩১। যদি—কোন একটি শব্দের তন্ত্রের অর্থে উপযুক্ত—
পরি বিভাজন হইলে যথার্থ হয়।
ওগো।—
আস্তি যদি “শরনে শরনে হং বিয়ম সহ্য”
” ” ” শর্বের শর্বের নামিক তুলনা।
ভাষাগত—“বনেতে দেবিয়া হরি হরি হরি শহি” এই
আস্তি কায্যতে “হরি” পশের যথার্থ হইয়াছে—
অন্যতম—নেব স্বচ্ছতার কথা বলিব বা কায়
পাথি। হাবিয়া দেহ হৈল নীলকাশ—
ভাষাগত—শশন—শৌচের ও শয়ন, শর্বের—শর্ব ও উপন শর্ব,
হরি বিরহ ও ভাগামান, কায়—কাশাব ও সেই।
১০৩৩। যদি—কালকের অস্তিত্ত্ব কিছু হইব বা তিন
অব বহন করিলে যথার্থ হয়।
শর্ব—
শর্বীর সোহাইতি শলনিত প্রাণ
নিঃকর্তৃহ পল্লী শর্বের কায বিকরণ
অন্য কেকপির পল্লী অপলিত পল্লী
, , , 
কেকশানান বহু পল্লীর ফল হয়।
এইখানে সর্ব, রচি, অবর, অবরু ও সেখানে, শর্ব গুলি রিখ
অর্থ ফি অর্থ বিশিষ্ট।
একগুলিতে বক্রকোন্টী, কাহুরকোন্টী এভূতি আরো শর্ব—
লক্ষ্য হুয়া।
অর্থীলক্ষার।
১০৩১। বর্ণীর বিক্ষণের সহিত অপর বিক্ষণের সমান্তের
হারা বর্ণান্ত্র প্রাঙ্গের নামান্ত্রে পৌরোপ্য বা উল্লাম্য সাধ।
পদ্য প্রকরণ ।

ও মান্য মান্য আহারে আঁপিতি করিয়া শেষ হইবে না, তাহার
এতে বলিয়া আলোকি হইবে ।

| কর নাথে চোখে বলিয়া 
| নজরে জ্বলি। কে গাও মিছাতে প্রয়ঙ্গে ?
| বিভূতি কেনা বাঁধ কেষ্ঠিকে অপরাধে ।
| একাধে উপম্যের মর্যাদ, উপমন ব্যাখ্যা ও কেষ্ঠার রোধ, 
| কিন্তু প্রাণ, ও বন্ধ, তিনি প্রাণের কথিত এক রোধ কাঠা দ্বারা 
| নায়ক পুরষন্ধ হওয়াতে প্রতি বলিয়া হইবে মেলায় নায়কে।
| ১৮৪। বাতিকেখ - দেখেন দৃষ্ট হায় উপম্যের অনেক উপমনের তুলনা 
| ব্যাখ্যা এবং আচ্ছাদি একাধে পাদার পাইয়া। 
| পদ ফেলে পড়ে তাহা আমে তো।—১
| চত্বরে বলে বললে তোলা শুনিয়া বাহির হয়
| রক্ষ চত্বরে পরিপূর্ণ চারিত কালে—২
| নীলি পথ সব বুঝে নামন বুঝে
|... সমস্ত করে তাতে ইচ্ছাতে গরল—৩
| ১৮৫। প্রতিস্থাপিত—প্রতিদিন উপমনের উপমন বলে যদি 
| উপম্যেরকে উপমন করিয়া করা হয়। করার কাজ হই। 
| এই প্রতিদিনের অনেক উপমন অক্ষর সাহিত্যের অনেক 
| উপমন রাখা উপমন উপস্থিত হইলে উপমন হইবে।
| ১৮৫। অভিনব দেখি বলে উপমনের নিহিত 
| কিন্তু রোধ শুরুর একাধে বার্তায়া কাত্তে এর্দন করা। হইবে 


dr. A. B. C.
৩৬৮

বঙ্গ ভাষায়করণ।

কাল পেতে কাল দেয় হলা। অন্যান্য —৩
গমন অসুখান্ত গতি রাখে হংস দেব
গিরাজে গিয়া তারা মানস সরোবর—৩
বিনায়া। বিনন্দিজী বৈশ্বীন পোশাক
দাশার্থী ভাস্কী তাপ্তে বিবরে লুকায়—৩

১০৮৭। রংক—বালুক ভাস্কী বলনীর বিবরে (উপ-
মেঘে) সরুশ বন্দ্র (উপন্যাসের) আরোপ (অতির রং নিয়ন্ত্রণ)
করায় রংকালাকার বলা। রং, তরঙ, সরুশ শ্রীতি অতিক্রম
বাধক বহমান আরোপনিষিদ্ধ। যথা তখনই গৃহীত সব
রং সহায়তা সমর্পন করব, তখনই আমার নিয়ন্ত্রণ চরণের চরিত-
রহস্য হয়।” কোনো রমণ হলে আরোপ নির্দেশক রং গর্ভ
লুকায় থাকে। কোনো যুথে ‘এর’ বা ‘ড’ গ্রহণ দারু তাহার
কার্য লিখা হয়। যথা

বিলাসীর সরোবরে চিহ্ন বিকল্প নাইকেভইলে মীমাংসিত হয়।

রংক অনেক প্রকার, যথা পরস্পরত:—খনন হ্রদয়ের
বিবরে নির্দেশিকার মেয় হরতার ভাঙ্গা হয়, তখন কেবল
আশা প্রায়বিহার হয়, তাহ কিজুবে কেবল। প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণ—
লিঙ্গ নির্দেশিকার মীমাংসিত হয়, গতি গতির রং
দেকৃত নির্দেশিকার মীমাংসিত হয়।

লাগে—মুক্ত মুক্ত সত্য, সত্যমুক্ত রং শোভিল
ভৌতিক রামালু; মুক্তকার, বন্দুকা; হ’ নিন্দী
আরোপ বাহু অংশদারি হারা আঁকার; মিছুতর হারের
রং।

মেয়ে বল—

অনিকানিকেন্দ্রিত—এই মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত।
এই মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত মুক্ত।
এই বেদ বৈষ্ণব পরিকার বিবরে, নেতৃর্থ অধোর্থ ছিল
বিষ্ণুসংবাদ বিষ্ণুসংবাদ বিষ্ণুসংবাদ বিষ্ণুসংবাদ বিষ্ণুসংবাদ।

৩৬৯

পল্লী প্রাক্তন।

১০৮৮। উৎপ্রেক্ষা—সাধুহারা উপমেয়, উপমায়পদসম্পূর্ণ
করিত হইলে উৎপ্রেক্ষা অলপ্পায় হয়। উপমেয়ের সম্পূর্ণ করার
সিদ্ধিঘটনা হয় উৎপ্রেক্ষা অলপ্পায় উপমায়পদসম্পূর্ণ করিত
হয়। এই রেখায়, উৎপ্রেক্ষা অলপ্পায় বাঙ্গালাবংশ ও না
থাকিলে প্রাচীননাট্য উৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

বাচা। রথ চূড়া গরে শোভিল সেই পতাকা।

বন অঞ্চল বিরাটতের রেখা ... ... ...

প্রাচীননাট্য। কফি জিজ্ঞে শোভা করিতে যখন
মেয়ের আলোর মাধ্যে শোভায় ভারহেণ

১০৮৯। এই পল্লী—সাধুহারা উৎপ্রেক্ষা বিষয় বা
ঘটনাকে করিব করিব। ধর্মীয় বিষয় বা ঘটনা বিষয় বা ঘটনা
অদের করা হয়, তখন এই পল্লী বিষয় হয়। প্রাক্তন বাচ্য
হলে অবস্থায় হয় না।

... ... ... রথকাণ্ডে গরে

শোভিল সেই পতাকা। রথ অঞ্চল
বিষয়ের রেখা। চারিদিকে অঞ্চল
হরে সে কেতু কান্তি বাজার নকে মাত্র।
ভাষার অঞ্চল চরপা রাঙ্ঘায়ি
পরিয়া। মুক্ত সেই অঞ্চল আশে
হে কুহর সুরী ... ... ...

উভয় চালকালোকে সাদা চিনান, ।
আঘাত কোথী বুঝ করিতেছে না—

২। ২ এই পল্লী শাঙ্করাঙ্কে পাতাকা নাভ যে হয় এক হিকে গাম
স্থানের মধ্যে চিনান কোথী চিনান, কবিবাজনায় জন অদর্শন
কবি ভাষ্মান অলসকার হইরায়ে।
৩৭০। বঙ্গ ভাষা সাক্ষরতার।

১০৯০। নিশ্চিন্ত — সাধুজী বশতঃ কোন বিষয়ের উপর কোন অসম্পূর্ণ কার্যের অর্থের হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া। বখা —
তোলিকা পরের হইলে তাপিত নিয়মে এককথিতে না হয় কৃত্তিত
এই জানাইয়া রন্ধন-কর অভিদ্বরে
বুদ্ধি-কাস্ত মনিগণ আলে যে দক্ষতাতে—১ নিঃসং অর্থের আরম্ভ মীলোপল আর।
মুদ্রণ্তর কল্পনটি কহিয়াছে দোীরা —২ সং ভার
নিশার সম্পন্ন সম তোর এ বহুত।
মুদ্রা অর্থে ধার তুষ্ণলে
কাঠে; যে ধর্বতে ভিক্ষু রাধাব
বিল সম্প্রদায়। ধূল দল দিলা
কাঠামো যোগাযোগ করবে—৩
১—তেজপীতে দৃষ্টিপথ মণি অর্থের ২—তাদের ভুতে
নীল গজ্ঞের আমার অর্থের। ৩—বিষাণী ধূল দল দিলা গাছ
কাটার অর্থের হওয়াতে নিশ্চিন্ত অলঙ্কার হইয়াছে।

১০৯১। নামসাম্পন্ন — নামসাম্পন্ন, নামসামভাগ ও
নাম নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় বর্ণনার বিষয়ের অনিস্পষ্ট পদার্থের ব্যবহার
অর্থে হইলে সমাধানে হইয়া। বখা — সমাধান কার্যে —
সিঙ্গ হইলে শেখ
শক্তি কমলে
আপনার রাঙ্গার দিয়া।

সন্ধ্যা করিতে সে অনেকে যেসমস্তে
প্রবণ অর্থে হইলে শিখ।

বনিতার সন্ধিসন্ধি কণ্ঠের ধারণে
বিভ্রম করিয়া শাসন।

গণ্য প্রকাশ।

৩৭১।

যামনীর এষোপিত কাতর হইয়া। অতি
চালিত করিয়া মরণ। কং বিং উৎ
• এখানে সুখ্য ও চক্রে অনগ্নত রাজা ও অদ্যাবধিরের বয়স্ত্রবাহী
অর্থের হইয়াছে।

১০৯২। অভিষয়াবক্তি — সপ্তুর্ণ সাধুজী চর উপ
মেয়ের উলেও না করিয়া। মাতার উপনামকে উপদেশ ভাবে
নির্দেশ করিয়া অভিষয়াবক্তি হইয়া। বখা —
কোন হলে মুছিহর করি নির্দেশ
উপদেশ নির্বাচন মুহূর্ত করিয়া।

১০৯৩। দীপক। বে হলে বর্ণনার বিষয়ে অপর নিষে
এক ক্ষেত্র। নাক অনিশ্চিত হয় অথবা এক কারণের অনেক ক্ষমার
নাক অন্য কারণে, তথায় দীপ অলঙ্কার হয়। বখা —
নবাল্ক বিষয় সম্প্রদায় জন্ম গৃহীত
অদূর যোগী বিখন শেখার বিষয়
গৃহীত প্রৌঢ়ের সকলের পরিবারের
উৎসর্গে সম্পর্কের কথায় কারণ অভিপ্রেত।

১০৯৪। অর্থবিন্দুস্মৃতিঃ — বে হলে সমাজ বিষয়ের
বন্ধ বিশেষ ও বিশেষ বিষয় বর্ণ সমাজ বিষয়ের দুর্যোগ সম
রক্ষিত হয়, তথাহইতে অর্থের জন্য আলাদা হয়। এই উভয় প্রকার
আর্যার সান্তর্গ বিশ্বম তোমার বিশ্বম।

বখা — অনুভূতি ও প্রশ্নের অভিযূতি এইজাতি কহিল সত্য।
তুমি অনুভূতিযুক্তের অনুরাগিনি হইয়াছে, অথবা বহুক্তিরের প্রতিপত্তি
করিয়া আমার অনেক প্রশ্নের কি কোষা করিবেক?

২।" গানের জন্ম কথাতে অনেকে আকৃতিত হয় না,
নীলাম। বায়ুরের প্রভায় হিমাচল কলাত বিচিত্র হয় না।
৩৭২ বন্ধ তারাব্যাকরণ।

বন্ধের কারণে আপনি একটি কাঠের তারার- হইয়াছেন, তাহার গ্রন্থিশেষ নিঃস্ব বিজ্ঞান, আমাদের ধ্বংস রূপ করিয়া।

এখনে জলিতে আকুলিত না হওয়া ও হিমাচলের বিচিতৃত না হওয়া সামনে ঘাঁরা, রাজের কাতরভাবের হওয়া বিশেষ বিষয়ের বিপরীতভাবে সমর্পন হইয়েছে।

১০১৫। বন্ধবোক্তি—একটি রূপ শালিবির ধর্ম-নকে বন্ধবোক্তি বলে। যথা—

পাথী সং করে রব তারি পাহালিগে
কাননে কৃষ্ণ কল্লি সকলি ফুলে
রাবাস গহর গল যে যে মাটে
শিলা মেয়্যমনে নিজ নিজ পাতে।

ইত্যাদি জুড়া যা নিঃশিক্ষা দেখে।

১০১৬। উর্ধে এক দেয়া ভিন্ন রূপে কথিত হইলে
উর্দে অলসহ হয়। যথা—

বিজ্ঞানের তার কন্যা
আচ্ছাদিত পরম ধন্য।
রূপে উণ্ডে নকী শ্রদ্ধা।

১০১৭। অসুতি—উপরস্থের গোপন বা অনা কথিত উপরস্থ রূপে বিধান করিলে অপকুলি অলসহ হয়। ইত্যাদি রূপের অন্য হল, বেশ, ব্যাখ্যা প্রশ্নীত অগভীর বোধ অনুভূত হয়।

শিখিল বিন্দু পাত হলে প্রকাশ অনুপস্থি করিতেছে। ১
গণনা সাপের মাঝে
হেরিয়া যে বিভিন্ন রাজে
বিশ্ব রাজ মহে উহা বিভিন্ন উপাদান
আর যে বলিত দাঙ্গ
ব্যাপিয়াছে মধ্য ভাগ
কলকান্ত নকে উহা ভাষীর দল—২ ইত্যাদি।

৩৭৩।

১০১৮। বাক্যাক্টি।—বে বললে নিদাশীলে অন্ধকার। এবং
প্রাণাঙ্গে নিন্ধা করা হয়, তাহার বাক্যাক্টি অলসহ হয়।

ঈশা রিউ শক্তি বা বাক্যাক্টি সমাপিত হয়। যথা—

* রমচন্দ্র সীতার পাশি অঞ্চল করিয়া। গুহে আবিস্তি বদন্ত্য বালকের। এশা জুলে নিন্ধা করে।

জনে কুমার তোমার আজ অন্ধকার করে।
কুমারের উচিত হইল হাড়
তবে জনস্তা অত তপস্যে
দুই বিদিত অন্ধের কুলে
জনে চাহিদা বিবাহ করে।
তাহাতে তাকায় হলে তোর
এখানে আজ, অন, তোমার জন্ম, ভাষায় দাল, নিদাশীল।
নিদাশীলে প্রকাশ।—ুড়ি বড় বৃদ্ধি প্রতি নিখিলে নিগুণ।
কোন গণ নাই তার কপালে আওয়ল
কুকুরার পাখায় কঠিন। বিশ্ব
কেবল আমার কথা বদন্ত অহরিষ্ট।
এখানে কুলীন রাজ্যপতি পক্ষে নিদা। আর অন্ধকার বিশ-বাধী গণে প্রকাশ। ওহে আজ হইয়াছে।

১০১৯। বিভান্ন।—বহুমূলে কারণ রায়ীত কারণের উপাদান
হয়, তথা বিভান্ন। অলসহ হয়। ইহাতে কারণ কধনসিদ্ধির
ও কধন অনিখিল দাশকে।

যথা ১—আয়া নাড়ক কিছু, তুল কৃতজ্ঞ
ভূষন নাড়ক কিছু, তুল পেয়ে তুল
ভূষন নাই, তুল অপরি সত্ত্ব চকল
সকলি কেবল নয় হোনের কল। ইত্যাদি।

৩২


পরিশিষ্ঠাঃ ।

ছাড়া সর্বজ্ঞানের কবরী জুড়ন
কলঙ্কের কুল রাশি তাকি তেমনী,
অথবা লীলের মালা, শূন্যবালাপম
অলিখিতে আলোচিতে উন্মুক্ত অর্থ।

পরিশিষ্ঠাঃ ।

স্বীকৃতি পালন।

নাতি নত সর্বজ্ঞানের মধ্যে দেখা দেখা, স্থান স্থান ও স্তরস্তরে
শ্ৰীলেগঠন, অভিজ্ঞ।

আর সর্বস্ত বিশেষের সর্বরস্ত শর্করার কিছু
আকার আছে।

বিশেষ শব্দের মধ্যে কারিতাকট অনেকের দিকে অনেকের
শব্দের সংলিপিত হয়ে শ্রীলেগ পরিবর্তন হয়। তত্ত্বাং যা
নে বিশেষ শব্দে লিঙ্গ পরিবর্তন নাই।

আর বিশেষণ শব্দ শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন আছে।

প্রাসাদ শ্রীলেগ —
প্রাসাদ শ্রীলেগ —
রাজা রাজী —
পালত পালত —
ঝাঁপালো ঝাঁপালো —
জোতিতে কঠোতি
কোলাস কোলাস
(২)
মিলায় মিলায়
নিউর নিউর
কোয়ান কোয়ান
মলগোল মলগোল
ভাঙ ক্রমদল
নামতী নামতী
কাপোর কাপোর
... ...
পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেষ

পরিশেष
বঙ্গ ভাষার্যথাকরণ।

বিশেষ
বিশেষণ
বিশেষণ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশে�
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশে�
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশেষ
বিশে�
পঞ্জ ভাষাবাক্যরূপ।

গলিত লালিতা
উপহোনি উপহোনিতা
ঝিঁক ঝিঁকিতা
বন বনগ্রহ সতি—
বিশেষ বিশেষ
মুঢ় পাখ অতি
গো গোধী ইত্যাদি।

(খাঁচা) ৩৮০ পরিশীলন।

বাংলা খাঁচা হইতে বিশেষ ও বিশেষণ পদ—
খাঁচা হইতে বিশেষণ—
কেখানে কেথায় কেথায়িতে—
খাঁচা বলা খাঁচা
অবর্ণন খাঁচা—
খাঁচা বোঝাতে খাঁচাইতে,
শোঁওরা শোঁওরাই ইত্যাদি।

খুল খাঁচা হইতে কর্পরচ্ছা ও কর্পরচ্ছা ছই একার বিশেষণে রচিত অথবা ভাষাবাচ্ছে রচিত হয়। খ্যা—
খাঁচা হইতে কর্পরচ্ছা কর্পরচ্ছা ভাষাবাচ্ছে
মুখ মুখের, মুখের, মুখের, মুখের, মুখের, মুখের
মুখ মুখ মুখ মুখ মুখ
খাঁচা খাঁচা খাঁচা খাঁচা খাঁচা খাঁচা
শুনি শুনি শুনি শুনি শুনি।

পরিশীলন।

ভজন ভাব, ভাব, ভাব, ভাব, ভাব, ভাব
অর্কর্ষী ধাতুর কর্পরচ্ছা বিশেষণ হয় না।

অবর্ণন ধাতু।

ধাতু কর্পরচ্ছা কর্পরচ্ছা ভাষাবাচ্ছে
পাতি, পাতি, পাতি, পাতি
শাল, শাল, শাল, শাল, শাল, শাল
নেচ, নেচ, নেচ, নেচ, নেচ, নেচ
ঈদ, ঈদ, ঈদ, ঈদ, ঈদ, ঈদ
ঈদি দুই দুই দুই দুই দুই দুই
ঈদি ঈদি ঈদি ঈদি ঈদি ঈদি।

এই নির্দেশে অবর্ণন ধাতুর বিশেষণ ও বিশেষণ অন্তত হইবে।

সন্তান ধাতুর।

ধাতু জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি
ধাতু জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি
ধাতু জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি
ধাতু জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি
ধাতু জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি
ধাতু জ্ঞাতি জ্ঞাতি জ্ঞাতি
ঈদি ঈদি ঈদি ঈদি ঈদি ঈদি।

সন্তান ধাতু হইতে এইরূপে বিশেষণ ও বিশেষণ হয়।

যুক্ত ধাতু।

যুক্ত ধাতুর এক ‘মান’ প্রত্যায়ন বিশেষণ পদ আছে অথবা প্রত্যায়ন করিলে য়ুক্ত লুক্ত বিশেষণ বিশেষণ হয়—
ধাতু রবিবিশেষণ
ঈশ্বর, ঈশ্বরানন্দ
ঈশ্বরা ঈশ্বরা ঈশ্বরা ঈশ্বরা ঈশ্বরা ঈশ্বরা
বঙ্গ ভাষায় কর্ণ।

বঙ্গ লেখা।

লালস লালিন লালিন লালিন
সীমাপ সীমাপ সীমাপ
করেতে বঙ্গ লুপ্ত। বিশেষ বিশেষ বিশেষ পরিচিত
আছে।

নাম ধাতুর।

ব্রহ্ম তারামাল, তারামাল তারামাল
কৃত্যে কেমন কান, কেমনিতে কেমন
লালস লালিন লালিন লালিন। ইতরে
নামাকার কষ্ট্যায় বিশেষ নাই এবং শব্দ বাংলা বিশেষ
গাথ ও প্রচলিত নাই হইতে পারে।

কার বাংলা কন্তু বিশেষের কর্ম ও কর্ম বাংলা অত্যাচার।
লাল বিশেষে পরিবর্তিত হইতে পারে। যথা—

বিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষ বিশেষ
উত্তর উত্তর উত্তর উত্তর
নিঃসরণ শান্ত শান্ত শান্ত
শুধু সুন্দর ভাষা, ভাষা,
দান হৃদয় অত্যন্ত অত্যন্ত অত্যন্ত
পতন পতন পতন পতন
তুষ্ট তুষ্ট তুষ্ট তুষ্ট
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু
ক্রোধ ক্রোধ ক্রোধ ক্রোধ
বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস
নাম নাম নাম নাম

পরিষদ।

বিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষ
অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ
সংহায় সংহায় সংহায়
উপসাত্ম উপসাত্ম উপসাত্ম
অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ
পর পর পর পর
বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস
দীঘি দীঘি দীঘি দীঘি
অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ
লালস লালিন লালিন লালিন।
বঙ্গ ভাষায় কর্তব্য।

দুর্বল রূপে বিশেষ হইতে বিশেষণ ও বিশেষণ হইতে বিশেষণের পরিবর্তন হইয়া থাকে। পরিবর্তন করিবার সময় পূর্ববর্তী কর্তব্যের বিশেষণ কি বিশেষণ পায়; যুগলকে প্রথমে, ফি সম্পন্নকে যত্ন অন্তর্ন নাম পাইতে নিশ্চিত হয়, তবে পরিবর্তন বিশেষণ কি বিশেষণ পদ দেন সেই ধারণা হয়।

শব্দ সকলের এই করা প্রকার পরিবর্তন ব্যাপীত অর্থে এক শব্দের পরিবর্তন আছে; তাহা এই—বিপরীত ও অন্যত্ব ভাবে পরিবর্তিত পদ। যথা—

শব্দ বিপরীত শব্দ শব্দ বিপরীত শব্দ
বিভূতি সাকাচে উর্ধ্বতি অধন্তি
উত্তর অধন উত্তর অধন
পদ্ধতি মূর্খ পাপ পাপ
ধার্মিক পাপী গমন আগমন
গুরু পাশ্চাত্য তুরি দুনিয়া
কোঠা কমিটি একিতমন প্রতিকল্পনা
প্রস্তাব উদ্ধত উদ্ধরণ পতন
আধুনিক আধুনপন পর পূরি
সন্ধ্যা শৃঙ্খল উৎপত্তি বিলায়
আবিভাব বিলানিবাহ উঠে পাপ লৌকিক, নীচ
ইত্যাদি ভাবে সঞ্চার হয় পদব্র বিপরীত।

আর অন্যান্য ভাব পরিবর্তন যে।

শব্দ অন্তান্তর্গত বিপরীতা
অবতরণ অন্তর্গত দত্ত অবতরণ
স্বর্ণ চূণ মালকে অন্তর্গত
বর্ণ বিন্যস্ত নৃগল বর্ণ
চঙ্গ ভাষাবিশ্বাস।
লঘু-বিং, কালুকঃ এক-ং, দৃঢ় নং
বিয়ালক-কথনদ্য বিশেষ ভাষায় বিশেষণ
হইয়াছিল-মৃল প্রতি মৃহার্থিয়া, জনতাত্ত্ব, অকঃ নংফু
কথনাচ।

নবপুর্ণ।